Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার

রোলঃ 23090121241


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা আক্তার

রোলঃ 23090121241

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা আক্তার, আইডিঃ 23090121241 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Afroza Akter

(স্বাক্ষর)

**আফরোজা আক্তার**

আইডিঃ 23090121241

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র


ভূমিকা ..... 5

কুরআনের আলোকে মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা ..... 8

হাদিসের আলোকে মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতায় ..... 12

মহাসফলতা লাভ ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা থেকে বাচাঁর উপায় ..... 13

ক.ইমান আনা ..... 14

খ.তাকওয়াহ অর্জন করা ..... 16

গ.তাওবা ও ইস্তিগফার ..... 33

ঘ. জান্নাত লাভের আশা ..... 51

ঙ.জাহান্নামের আযাবের ভয় ..... 62

চ.হাক্কুল্লাহ ও হুক্কুল ইবাদ ..... 76

ছ. আল্লাহর পথে জিহাদ ..... 83

জ: সবর ও ধৈর্য ..... 85

ঝ. আল্লাহর কাছে দু'আ করা ..... 86

উপসংহার ..... 88

রেফারেন্স ..... 89

# ভূমিকা

**মহাসফলতা**

الفون( আল ফাওয শব্দটি আরবী এর অর্থ হলো নিরাপত্তার সাথে কল্যাণ অর্জন ও সব ধরণের অপছন্দনীয় ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে নাজাত লাভ)।

عظم(আযীম শব্দটিও আরবী, যেমন বলা হয়: عظم الشيءُ :أصله كَبُرَ عَظْمُهُ অর্থাৎ মহান হও য়া, বড় হওয়া। অতঃপর রূপক অর্থে সব বড় জিনিসকে আযীম বলা হয়। চাই তা স্পর্শকর জিনিস হোক বা বিবেকের জিনিস অর্থগত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قُلْ هُوَ نَبَؤُا عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ] (ص :٦٧، ٦٨[

"বল, এটি এক মহাসংবাদ। তোমরা তা থেকে বিমুখ হয়ে আছ।"
[সূরা: সোয়াদ: ৬৭-৬৮]

সফলতা হলো আল্লাহর নির্দেশিত বিধান মোতাবেক ও নবী মুহাম্মাদ (স:) এর দেখানো পথে পরিচালিত করে দুনিয়ার জীবনকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ করাই হলো সফলতা।
একজন মুমিনের জীবনে প্রকৃত সফলতা সেটাই, যার মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার রহমত ও সন্তুষ্টি লাভ করে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন পাড়ি দিয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনে সুখ ও শান্তি লাভ করে। আল্লাহ তাআলার নায ও নিআমতপূর্ণ জান্নাত লাভ করে। আযাব ও গযবের জাহান্নাম থেকে চিরমুক্তি লাভ করে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.
প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে এবং তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন (তোমাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। তখন যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। আর এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। -(সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَمَوْضِعُ سَوطِ أَحَدكم فِي الْجَنّةِ خَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا.

قَالَ: ثُمّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

তোমাদের কারও চাবুক (-এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ) পরিমাণ জান্নাতের জায়গা, দুনিয়া ও দুনিয়ায় অবস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

হযরত সাহল রা. বলেন, একথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/১৭৮)

সফলতার দুটি রুপ:

১.ফালাহ:এই জীবনে সাফল্য,যা মুলত এই জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানো এবং সন্তুষ্টি অর্জন করাকে বোঝায়।

২.ফাওজ:এটি পরকালীন চূড়ান্ত সাফল্য, যা জান্নাত লাভ ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

সুতরাং, ইসলামের আলোকে সফলতা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারনা,যা কেবল দুনিয়াবি সাফল্যই নয়,দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুক্তি অর্জনকে বোঝায়।

**মহাব্যার্থতা**

خسر অর্থ ক্ষতি, ব্যর্থতা, লোকসান, পথহারা হওয়া ইত্যাদি। যেমন বলা হয়,خسر التاجر غين في تجارته، ونقص ماله فيها লোকটি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হলো। আবার বলা হয়, خسر فلان :هلك وضل সে ধ্বংস হলো ও পথহারা হলো। এ অর্থেই আল্লাহ তা 'আলা স্পষ্ট ক্ষতি ও বড় ব্যর্থতা বুঝিয়েছেন।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

قل إن الخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الخزان المبين ] (الزمر: ١٥]

"বল, নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামত দিবসে নিজদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।" [সূরা আয-যুমার: ১৫]

মহাব্যার্থতা হলো আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে দুনিয়ার জীবনে কলুষিত করা ও আখেরাতে জাহান্নাম এর আযাব ভোগ করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে চূড়ান্ত ব্যর্থতা হলো আল্লাহর অবাধ্য হওয়া, বিশেষ করে আল্লাহর সাথে শিরক করা,কবিরা গুনাহ করা এবং আখেরাতে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। যারা দুনিয়াতে সফল হলেও আল্লাহর বিধান অমান্য করে,তাদের জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি ও ধ্বংস।চূড়ান্ত ব্যার্থ হলো তারা,যারা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে না।

**চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রধান দিকগুলো:**

**শিরক ও আল্লাহর অবাধ্যতা:** শিরক(আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা) হলো সবচেয়ে বড় জুলুম এবং এটি চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারণ। এছাড়াও, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, যেমন সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, এবং অন্যান্য পাপাচার, এগুলো করাও চূড়ান্ত ব্যর্থতার সামিল।

**আখিরাতের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়া:** চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলতে সেইসব ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যারা পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে এবং জাহান্নামের আযাবে পতিত হবে।

**মানুষের ক্ষতি করা:** যারা অন্যের ক্ষতি করে বা ষড়যন্ত্র করে, তাদের এই কাজ তাদের নিজেদেরই চূড়ান্ত ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়।

**আল্লাহর সাহায্য থেকে দূরে থাকা:** যারা আল্লাহর উপর ভরসা না করে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে, তারা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

# কুরআনের আলোকে মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা

**মহাসফলতা**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআন এ বিভিন্ন জায়গায় মহাসাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وعد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ومسكن طيبة في جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العظيم ] (التوبة :٧٢[

"আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসাফল্য।" [সূরা আত-তাওবা: ৭২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওতা'আলা আরো বলেছেন,

والسبقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِ وَالْأَنصَا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبدا ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ] ( (التوبة ١٠٠[

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ , যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।" [সূরা আত-তাওবা: ১০০]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করল সে মহা সাফল্য অর্জন করল। আল্লাহ কুরআনে ১৬ জায়গায় এ কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ এ সাফল্যের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন,

( ( إن الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذلك الفوز الكبير البروج) :١١([

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা।" [সূরা: আল্-বুরূজ: ১১]

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট সফলতার কথা অন্যত্র বর্ণনা করেছেন, قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ] ( )الانعام :١٥، ١٦]

"বল, যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই তবে নিশ্চয় আমি ভয় করি মহা দিবসের আযাবকে। সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে নেয়া হবে তাকেই তিনি অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই প্রকাশ্য সফলতা।" [আল-আন'আম: ১৫-১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ] ( )الجاثية ٣٠)"অতঃপর যারা ঈমান এ নেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের রব পরিণামে তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য।"

[সূরা আল-জাসিয়া: ৩০]

স্পষ্ট, বিরাট ও মহাসাফল্য হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ও জান্নাতে প্রবেশ। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

كل نفس ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحيوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ الْغُرُورِ ] (ال عمران :١٨٥[

"প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 'অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।"

[আলে ইমরান: ১৮৫]

আল্লাহ তা 'আলা কতিপয় জান্নাতীদের কথা বর্ণনা করে বলেন,

أَنما نَحْنُ بِمَيِّتِين إلا مَوْتَتَنا الأولى وَمَ نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ *إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لمثل هذا فَلْيَعْمَل العَمِلُونَ ] (الصافات :٥٨، ٦١[

"(জান্নাতবাসী ব্যক্তি বলবে) তাহলে আমরা কি আর মরব না? আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, আর আমরা কি আযাবপ্রাপ্ত হব না? নিশ্চয় এটি মহাসাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্যই 'আমলকারীদের আমল করা উচিত।"

[সূরা আস্-সাফ্ফাত: ৫৮-৬১]

إن المُتَّقِيل في مقام أمين في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ واسْتَبْرَقٍ متقبلين كذالك وزوجتهم بحور عينٍ يَدْعُونَ فيها بكل نكهة امنين لا يَذُوقُون فيها الموتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى وَوَقَتَهُمْ عَذَابَ الجحيم فَضْلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ] (الدخان :٥١، ٥٧[

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্নাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমার রবের অনুগ্রহস্বরূপ, এটাই তো মহাসাফল্য।" [সূরা আদ-দুখান: ৫১-৫৭]

আল্লাহ তা'আলা সাদিকীনদের সম্পর্কে বিশেষ করে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন,

قال الله هذا يوم يَنفَعُ الصَّدِقِينَ صِدقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خالدين فيها أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ] ( .المائية :١١٩[

"আল্লাহ বলবেন, 'এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ যার নীচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা মহাসাফল্য।" [আল-মায়েদা: ১১৯]

এ ছাড়াও অনেক আয়াতে এ মহা সফলতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এ মহা সফলতার পথে চলার উপায়সমূহ ও যে সব কাজ করলে এ সফলতা অর্জন করা যায় তা আল কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا *يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزً عَظِيمًا ) (الاحزاب ٧١٧٠

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে , সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল।" [সূরা আল-আহযাব: ৭০-৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

تلكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطع الله ورسوله يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ] ((النساء :١٣[

"এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যারতলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা।" [আন্-নিসা: ১৩]

(( ومَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأَوْلَئَبِكَ هُمُ الْفَابِزُونَ

[النور :٥٢]

"আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে তারাই কৃতকার্য।"

[সূরা আন্-নূর: ৫২]

**চূড়ান্ত ব্যার্থতা**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআন এ কয়েক জায়গায় চূড়ান্ত ব্যার্থতা সম্পর্কে বলেন:

( قل إن الخبرين الذين خسروا أنفسهم وأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا ذَلِكَ هُوَ الخسران المبين

(الزمر :١٥]

"বল, নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামত দিবসে নিজদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।" [সূরা আয-যুমার: ১৫]

আল্লাহ তা'আলা যালিমদের সম্পর্কে বলেছেন,

وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِهِ، وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوا الْعَذَابُ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَةٍ مِّن سَبِيلٍ (وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ من الذل يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ ( ) ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خبروا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيمَة أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ [الشورا ٤٤، ٤٥

"আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন. তারপর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি যালিমদেরকে দেখবে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে 'ফিরে যাওয়ার কোন পথ আছে কি? তুমি তাদেরকে আরো দেখবে যে, তাদেরকে অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা আড় চোখে তাকাচ্ছে। আর কিয়ামতের দিন মুমিনগণ বলবে . তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজদের ও পরিবার পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। সাবধান! যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে।" [সূরা: আশ-শূরা: ৪৪-৪৫]

যে সব আমল স্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন করে সে সব আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا لحيدا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ] (النساء :١٤[

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব।" [সূরা আন-নিসা: ১৪]

( ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَأَنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَيْدًا فِيهَا ذَلِكَ الجزى الْعَظِيمُ [التوبة :٦٣]

"তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম তাতে সে চিরকাল থাকবে। এটা মহালাঞ্ছনা।" [আত্-তাওবা: ৬৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيطان وليا من دون الله فقد خَيرَ خُسْرَانًا مبينا ] ( .النساء :١١٩[

"আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।" [সূরা আন-নিসা: ১১৯]

[وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان فقد حبط عمله، وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( .الماكية :٥

"আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [আল-মায়েদা: ৫]

আল্লাহ তা 'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের মহা ক্ষতি ও ব্যর্থতার কারণ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করা।'

# হাদিসের আলোকে মহাসফলতা ও চুড়ান্ত ব্যার্থতায়

কুরআন এ যেমন এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে তেমনি হাদিসেও এসেছে এসম্পর্কে বেশকিছু হাদিস।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

তোমাদের কারও চাবুক (-এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ) পরিমাণ জান্নাতের জায়গা, দুনিয়া ও দুনিয়ায় অবস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।(জামে তিরমিজি :৩০১৩)

নবী করীম (স:)বলেছেন,

'নিশ্চয়ই দুনিয়া চার শ্রেণীর মানুষের জন্য। ১ম শ্রেণীর ব্যক্তি হ'লেন তিনি, আল্লাহ যাকে অর্থ ও জ্ঞান উভয়ই দান করেছেন। সে বিষয়ে তিনি তার রবকে ভয় করেন, তার সম্পদ তিনি তার আত্মীয়-পরিজনদের কাছে পৌঁছে দেন। আর সে ব্যাপারে তিনি আল্লাহর হক সম্পর্কে অবগত। তিনি সর্বোচচ স্তরের অধিকারী। ২য় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু অর্থ দান করেননি, তিনি সঠিক সংকল্পকারী। তিনি মনে মনে বলেন, যদি আমার অর্থ থাকতো তবে আমিও অমুক ব্যক্তির মতো (সৎ) কাজ করতাম। সেটা তার নিয়তের উপর নির্ভর করছে। ফলে তাদের দু'জনের নেকী সমান। ৩য় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ অর্থ দান করেছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে অজ্ঞতাবশত তার সম্পদ তছনছ করে। সম্পদের ক্ষেত্রে নিজ রবকে ভয় করে না। নিজ সম্পদ নিকটাত্মীয়দের পৌঁছে দেয় না এবং সম্পদে আল্লাহর হক জানে না। সে হচেছ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের অধিকারী। ৪র্থ শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে অর্থ ও জ্ঞান কিছুই দান করা হয়নি, অতঃপর সে বলে, যদি আমাকে অর্থ দান করা হ'ত, তবে আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করতাম। বস্তুত এটা নির্ভর করছে তার নিয়তের উপর। ফলে তাদের দু'জনের পাপ সমান'।(জামে তিরমিজি:২৩২৫)

অর্থাৎ এ জগতের সফলতা আখেরাতের জীবনের সফলতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এ জগতে যেটা সুখ-শান্তির উৎস ভাবছি পরলোকে তাই দুঃখ-দুর্দশার কারণ হ'তে পারে। ডেকে আনতে পারে স্থায়ী ব্যর্থতার চরম অন্ধকার।

নবিজি আরো বলেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করল এবং তাঁর সীমা লঙ্ঘন করল, আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে। আর এটাই হলো বড় ক্ষতি।"
(সহিহ বুখারি, হাদিস 7485)

রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন,

“সবচেয়ে বড় ব্যর্থ ব্যক্তি সে, যে দুনিয়ার সামান্য লাভের জন্য তার আখিরাতকে বিক্রি করে দেয়।”
(সুনান ইবন মাজাহ)

## মহাসফলতা লাভ ও চুড়ান্ত ব্যার্থতা থেকে বাচাঁর উপায়

এ সফলতা লাভ করার জন্য মুমিনের জীবন এ বেশ কয়েকটি গুন ও বৈশিষ্ট অর্জন করতে হবে,তা নিম্নরুপ :

ক.ইমান আনা
খ.তাকওয়াহ লাভ করা
গ.তাওবা ও ইস্তিগফার
ঘ.জান্নাত লাভের আশা
ঙ.জাহান্নামের আযাবের ভয়
চ.হাক্কুল্লাহ ও হুক্কুল ইবাদ আদায় করা
ছ.আল্লাহর পথে জিহাদ
জ.সবর ও ধৈর্য
ঝ.আল্লাহর কাছে দু'আ করা

# ক.ইমান আনা

ইসলামের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান আনা,আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা,কেবল এবং কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা,যেকোনো ভালো কাজ করা।একজন মানুষ যতই ভালো কাজ করুক তার যদি ইমান না থাকে, তাহলে তার এই ভালো কাজ আখেরাতে তার কোন কাজেই আসবে না,বরং সে লাঞ্চিত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

والعصر إن الإنسان لفي الحشر إلا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ] (العصر :١، ٣)

"সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"

[সূরা আল-আসর: ১-৩]

কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ.

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। এটাই মহা সফলতা।

(সূরা বুরূজ (৮৫) : ১১)

আরও ইরশাদ হয়েছে-

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ.

সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তো তাদের প্রতিপালক নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা।

(সূরা জাছিয়া (৪৫) : ৩০)

ইরশাদ হয়েছে-

وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সফলতা।

(সূরা তাগাবুন (৬৪) : ৯)

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

فَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النّاسِ الّذِي يُحِبّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার কাছে যেন এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে, যখন সে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, তার প্রতি অন্যের যেমন আচরণ সে পছন্দ করে।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৪)

জিবরীল (আঃ) নবী (সঃ)-কে বললেন, "আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (নবী (সঃ) বলেন, আমি বললাম, "যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?" তিনি বললেন, "যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

মহানবী (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।" (বুখারী, মুসলিম)

তাই আমাদের সবার প্রথম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার উপর ইমান আনতে হবে এবং সৎ কাজ করেতে হবে। যাতে আমরা  দুনিয়ার জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে পারি এবং আখেরাতে সফল হতে পারি।

## খ.তাকওয়াহ অর্জন করা

তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা।

ব্যবহারিক অর্থে: দ্বীনদারি, ধার্মিকতা, পরহেজগারি আল্লাহভীতি, আত্মশুদ্ধি , আল্লাহ ও সত্যের প্রতি সচেতন এবং পরিজ্ঞাত হওয়া, "ধর্মপরায়ণতা, আল্লাহর ভয়" ইত্যাদি বোঝায়।

ইসলামি পরিভাষায়,

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হল তাকওয়া।

আলী (রাঃ)বলেন, "তাকওয়া মানে (এই চারটি গুণের সমন্বয়) সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা, ওহির আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিচার-দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।"

(সালিহ শামী,সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ,১/১৪১)

আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন,” পরিপূর্ণ তাকওয়া হলো আল্লাহকে এই পরিমান ভয় করা যে,সরিষা দানা পরিমান গুনাহ থেকে তো বাঁচবেই,সন্দেহজনক হালাল বিষয় থেকেও বিরত থাকবে”।

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে মুত্তাকি বলে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, "তাকওয়াবান ব্যক্তি বলতে সেসব মুমিনদেরকে বোঝায়, যারা শিরক থেকে নিজেদের বিরত রাখে।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সঠিক পথের নির্দেশনা অনুসরণ করতে কোনো ভুল হয়ে যায় কি না, এ নিয়ে তারা শঙ্কিত থাকে। আবার আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর দয়ার ব্যাপারেও আশাবাদী থাকে।"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর,সুরা বাকারা ২:২ এর ব্যাখ্যায়)

আবু হুরায়রা (রাঃ) এ-কে তাকওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে পাল্টা জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি কখনো কাঁটাভরা পথে হেঁটেছেন?" লোকটি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল। আবু হুরায়রা এ জানতে চাইলেন যে, কীভাবে হেঁটেছেন। লোকটি বলল, "কাঁটা চোখে পড়লে সতর্ক হয়ে গেছি, যাতে কাঁটার ওপর পা না পড়ে যায়।" আবু হুরায়রা এ বললেন, "তাকওয়ার অর্থ এটাই (গুনাহ থেকে সতর্ক হয়ে পথচলা)। "(বায়হাকি)

**কুরআন হাদিসের আলোকে তাকওয়ার মাহাত্ম্য :**

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অর্জন করো)। আর প্রত্যেকে যেন খেয়াল রাখে যে, সে আগামীর জন্য কী প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত। "

আল্লাহকে ভয় করার ব্যাখ্যা ইমাম কুরতুবি এ দিয়েছেন এভাবে-তাঁর বেঁধে দেওয়া সীমাকে সমীহ করা, আদেশ পূর্ণ করা এবং পাপ থেকে বিরত থাকা। (সুরা হাশর: ১৮)

আরেক আয়াতে এসেছে,

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবেই ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা (পরিপূর্ণ) মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না"

(সুরা ইমরান:১০২)

আরেকটি আয়াত,

ولله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

"আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছিলাম তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

(সুরা আন নিসা:১৩১)

আরেকটি আয়াত,

. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"আর তোমরা নিজেদের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর তোমরা আমাকে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা। "

(সুরা বাকারা:১৯৭)

আবু যর গিফারি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে নবীজি (সঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,"তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। গুনাহ হয়ে গেলে এর পরপরই (কোনো) নেক আমল করে নাও। আর মানুষের সাথে সদাচরণ করো।"

(সুনানে তিরমিজি :১৯৮৭)

আরেক বর্ণনায় এসেছে নবি(সাঃ) বলেন,

"মুমিন ছাড়া কারো সঙ্গ গ্রহন করো না।আর মুত্তাকি ব্যাক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবারে শরিক না হয়।"

(সুনানে আবু দাউদ:৪৮৩২)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'আল্লাহভীতি (তাকওয়া) ও উত্তম চরিত্র।' আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'মুখ ও লজ্জাস্থান।'
(তিরমিজি, হাদিস : ২০০৪)
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "জনমণ্ডলী! তোমাদের প্রভু একজন। তোমাদের পিতাও একজন। তোমরা সবাই আদম থেকে আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। তোমাদের মাঝে যারা সর্বাধিক মুত্তাকি, খোদাভীরু তারাই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। তাকওয়া ছাড়া কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।/হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। একজন আরব একজন অনারব থেকে উত্তম নয় এবং একজন অনারব একজন আরবের চেয়ে উত্তম নয়; একজন লাল মানুষ একজন কালো মানুষের চেয়ে উত্তম নয় এবং একজন কালো মানুষ লাল মানুষের চেয়ে উত্তম নয় - শুধুমাত্র তাকওয়া (তাকওয়া) ব্যতীত..."
(মুসনাদে আহমদ, ২২৩৯১)
আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তা'আলাকে তাকওয়া কর (ভয় কর ও মেনে চলো), মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর
( মিশকাত ৫০৮৩, তিরমিজী ১৯৮৭)

তাকওয়ার এমন বিশেষ গুরুত্বের কারনেই সাহাবিরা এটি অর্জনে ব্যাস্ত থাকতেন, আমাদের ও তাই করা উচিত নিজের কল্যাণ সাধনের জন্য।
তাকওয়ার ব্যাপারে খুবই যত্নশীল ছিলেন আমাদের নেককার পূর্বসূরি তথা সালফে সালিহীনগন। একে অপরকে এ বিষয়ে তাগাদাও দিতেন।
আবু বকর খুতবায় বলতেন, "তাকওয়া অবলম্বন করো আর যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করো। আশা ও আশঙ্কা এবং চেষ্টা ও দুআর মধ্যে সুষম সমন্বয় রাখো।"
আবু বকর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুশয্যায় উমর (রাঃকে ডাকিয়ে এনে কিছু পরামর্শ দেন। এর মধ্যে প্রথমটিই ছিল আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে।
উমর(রাঃ) তাঁর ছেলের কাছে এক চিঠিতে লেখেন,

"আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ তাঁকে ভয় করা মানে নিজেকে তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপদ করে ফেলা। তাঁকে ঋণ দিলে তিনি তা পরিশোধ করে দেন। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলে আরও বাড়িয়ে দান করেন। তাকওয়াকে করে নাও তোমার জীবনের লক্ষ্য ও হৃদয়ের প্রলেপ।"

উমর (রাঃ) খলিফা হওয়ার পর একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন,

"আমি আপনাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন ও সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) মুত্তাকী ও সদাচারীদের সাথেই রয়েছেন।"

এক যুদ্ধে নিযুক্ত সেনাপতিকে উদ্দেশ্য করে আলি এ উপদেশ দেন,

"আল্লাহকে ভয় করবেন। তাঁরই কাছে আপনাকে ফিরে যেতে হবে, তিনিই আপনার অদ্বিতীয় গন্তব্য। দুনিয়া ও আখিরাতের তিনিই নিয়ন্ত্রক। "

**মুত্তাকিদের গুনাবলিঃ**

কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুত্তাকিদের গুনাবলি জানিয়ে দিয়েছেন।কোমলতা,ভদ্রতা, সত্যবাদিতা,সবর,দানশীলতা ,এবং ভালো কাজে অগ্রগামী ও ইনসাফপূর্ন আচরন হলো তাদের পরিচয়।

**মুত্তাকি হওয়ার উপায়ঃ**

মুত্তাকিদের স্তরে উন্নীত হওয়া যেনতেন ব্যাপার নয়। তবে নবি (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে তা সহজ হয়ে যায়। এ পথের প্রধান ধাপগুলো হলো:

**প্রথম ধাপ:**

**নিজের হিসেব নেওয়া**

দুনিয়ায় নিজের নেক আমল, বদ আমলের হিসেব রাখাটা আখিরাতে সাফল্যের একটি কারণ। কুরআনে এই বাস্তবতা বর্ণিত হয়েছে,

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অর্জন করো)। আর প্রত্যেকে যেন খেয়াল রাখে যে, সে আগামীর জন্য কী প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত। "

(সুরা হাশর:১৮)

এখানে নিজের বিগত আমলের হিসেব নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

উমর (রাঃ) বলেন, "তোমার হিসেব গৃহীত হওয়ার আগে, নিজেই নিজের হিসেব নাও। তোমার আমল ওজন হওয়ার আগে, নিজেই তার ওজন করো। "

(ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল,কিতাবুয যুহদ,৬৩৩)

মাইমুন বিন মাহরান (রহঃ) বলেন, "ব্যবসায়িক অংশীদারের হিসেব নেওয়ার চেয়ে নিজের হিসেব বেশি না নিলে, কেউই মুত্তাকী হতে পারবে না। ”

(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,৭)

হাসান বাসরি (রহঃ) এর ভাষ্য অনুযায়ী, "মুমিন নিজেই নিজের পাহারাদার। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে নিজের হিসেব নেয়। দুনিয়ায় নিজের হিসেব নিলে আখিরাতে তার হিসেব সহজভাবে নেওয়া হবে। আর দুনিয়ায় এই বিষয়টিকে যে হালকাভাবে নেবে, আখিরাতে তার হিসেব বড় কড়াকড়ি হবে।

(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,১৭)

মালিক ইবনু দিনার (রহঃ) বলেন, "আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি-'আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার আমলনামা অন্যের হাতে পড়ার আগেই নিজে তার হিসেব নেয়। আল্লাহ তাকে রহম করুন, যে নিজের কাজকর্মকে লাগামছাড়া হতে দেয় না। আল্লাহ তাকে রহম করুন, যে নিজেই মিযানে নিজের আমল ওজন করে।' (ইবনু দীনার বলেন,) তার এই বক্তব্য আমাকে অশ্রুসিক্ত করে তুলল।"

(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,১১)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ التَّوَّامَةِ

"না!" তিরস্কারকারী নফসের শপথ... (সুরা আল কিয়ামাহ:২)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরি বলেন, "মুমিন সব সময়ই নিজেকে পর্যালোচনার অধীন রাখবে। এমনকি পানাহার ও কথাবার্তার ক্ষেত্রেও। আর পাপাচারী কখনোই নিজের সমালোচনা করে না।"

(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,৪)

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ(রহঃ) বলেন, "দাউদ(আঃ) এর পরিবারের জ্ঞানগর্ভকথামালায় লেখা আছে, 'বুদ্ধিমান কখনো চারটি বিষয়ে অবহেলা করে না: প্রতিপালকের কাছে দুআ করা, নিজের হিসেব নেওয়া, শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে নিজের দোষ শোনা এবং একাকিত্বের সময়।”

(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,১২)

উমর (রাঃ) তাঁর অধীনস্থদের কাছে বার্তা পাঠান: "দুর্দশার হিসেব আসার আগেই প্রাচুর্যের সময় নিজের হিসেব নিন। এতে সন্তুষ্ট ও ঈর্ষণীয় হওয়া যায়। আর যে এ ব্যাপারে উদাসীন থেকে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়, তার সামনে দুর্দশা আসন্ন। "

(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,১৬)

আইয়ুব সাখতিয়ানি (রহঃ) বলেন, "দ্বীনদার ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হলে আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিই (অর্থাৎ, নিজেকে তাঁদের মাঝে গণ্য করি না)।"
(আবু নুয়াইম, হিলিয়াতুল আওলিয়া,৩/৫)
মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি (রহঃ) বলেছেন, "পাপের যদি দুর্গন্ধ থাকত, তা হলে আমার ধারেকাছেও কেউ ঘেঁষতে পারত না।"
(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,৩৭)
ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, "বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অধিকার উপলব্ধি করার একটি উপকারিতা হলো-নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারা, অহংকার ও লোকদেখানো (অভ্যাস) থেকে মুক্তিলাভ। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলার সামনে নম্রতার দরজা খুলে যায়, অহমিকার দরজা বন্ধ হয়। বোধোদয় হয় যে, মুক্তি কেবল আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। আনুগত্য পাওয়া, ইয়াদ রাখা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়া আল্লাহ তাআলার অধিকার। অবাধ্যতা, বিস্মৃতি ও অকৃতজ্ঞতা তাঁর প্রাপ্য নয়।
এ বিষয়গুলো নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করলে টের পাওয়া যায় যে, কেবল নিজের চেষ্টায় এসব অধিকার পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব নয়। ভরসা করতে হয় আল্লাহ তাআলার দয়ার ওপর। নিজের আমলের ওপর নির্ভর করতে গেলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলার ওপর নিজের অধিকার নিয়ে অনেকেই সচেতন অথচ উলটোটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার লোক খুবই কম। এভাবেই আল্লাহ তাআলার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তাঁর সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছে মরে যায়। এ হলো প্রতিপালক ও নিজের ব্যাপারে অজ্ঞতার একশেষ।
ইমাম গাযালি (রহঃ) এর মতে, "হিসেব গৃহীত হওয়ার আগেই যে নিজের হিসেব নেয়, কিয়ামাতের দিন তার আসল হিসেব সহজ হবে। প্রশ্নের উত্তর সে সহজে দিতে পারবে, ফলে তার পরিণতি হবে ভালো। আর যে এমনটা করবে না, সে আফসোসে মরবে আর কিয়ামাতের প্রতিটি স্তরে আটকে যাবে। জীবদ্দশার এই ভুল তাকে নিয়ে যাবে অপমান ও তিরস্কারের দিকে। "
(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন,৪/৩৯৪)
আমাদের উচিত নিজের মাঝে এই গুণগুলোর পরিমাণ মেপে দেখা। নিজেই নিজের হিসেব গ্রহণকারী হলে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া । আর বিপরীত দলভুক্ত হলে এখনই মিনতি সহকারে তাওবা করে নেওয়া। যেভাবে অনুতপ্ত দাস তার মনিবের কাছে ফিরে আসে।

**দ্বিতীয় ধাপ:**

**নফসকে শাস্তিপ্রদান**

বান্দা যতই আল্লাহকে মান্য করার চেষ্টা করুক, ভুলভ্রান্তি হবেই। সালাফদের কারও ভুল-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের শাস্তি দিতেন। শুনতে সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ আনুগত্য যতটা কঠিন, সে অনুপাতেই কঠিন শাস্তি নিজেদের দিতেন তাঁরা।

একবার আসরের সালাতের জামাত ছুটে যাওয়ায় উমর(রাঃ) দুই লাখ দিরহাম সমমূল্যের এক খণ্ড জমি সদাকা করে দেন।

ইবনু উমর(রাঃ) এক ওয়াক্ত জামাত ধরতে না পারলে সারা রাত জেগে জেগে নফল ইবাদাত করতেন এবং দুজন দাস মুক্ত করে দিতেন।

(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন,৪/৪০৮)

তামিম দারি (রাঃ) এক রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। এরপর পুরো একটা বছর তিনি রাত্রিজাগরণ করেছেন।

(ইবনু আবিদ দুনিয়া,মুহাসাবাতুন নাফস,৫৫)

একবার নিজের বাগানে সালাতরত অবস্থায় তালহা এ-এর মনোযোগ একটি পাখির দিকে চলে যায়। তিনি এই ভুলের কাফফারা হিসেবে বাগানটি সদাকা করে দেন।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক,৬৯)

হাসসান ইবনু আবী সিনান (রাঃ) একটি দালানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজনকে এর নির্মাণকালের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। হঠাৎ খেয়াল করলেন যে, তিনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে ফেলেছেন। এরপর পুরো এক বছর নফল সিয়াম পালন করে তিনি এর প্রায়শ্চিত্ত করেন।

(বায়হাকি)

**তৃতীয় ধাপ:**

**নফসকে নেক আমলের দিকে ধাবিত করা**

আখিরাতের পরম শান্তির প্রকৃত মূল্য বুঝলেই কেবল বান্দা এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। জনৈক সালাফ বলেন, "কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মূল্য উপলব্ধি করলে তা অর্জনের পেছনে ব্যয় করা সহজ হয়।" এজন্যই তাঁদের কাজকর্ম হতো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী। নেক আমল করার সৌভাগ্য হলে তাঁরা এ জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তা কবুল হওয়ার দুআ করতেন। আর ভুলত্রুটি হয়ে গেলে অনুতপ্ত মনে করে নিতেন যথাযথ তাওবা।

একবার একদল লোক উমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর কাছে আসে। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আগন্তুকদের মাঝে একজন ছিল একেবারে জীর্ণশীর্ণ। উমর তাকে এ অবস্থার জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, "বিশ্বাসীদের নেতা, আমি দুনিয়ার স্বাদ নিয়ে দেখেছি সেটা তেতো। এর চাকচিক্য আমাকে টানে না, সোনাকেও মনে হয় পাথর। এমনভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করি, যেন আল্লাহ তাআলার আরশ চোখের সামনে দেখছি, দেখছি জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া মানুষদের। তাই দিনে সিয়াম পালন করি আর রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলার পুরস্কার ও শাস্তির তুলনায় আমার এতটুকু কষ্টভোগ নিতান্তই তুচ্ছ। "

মাসরুক-(রহঃ) এর স্ত্রী বলেন, দীর্ঘ সালাতের কারণে মাসরুকের পা সব সময় ফুলে থাকত। (তিনি যখন সালাত আদায় করতেন, তখন) আমি পেছনে বসে বসে মায়ার টানে কান্না করতাম।

(কিতাবুয যুহদ,৯৫)

আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ(রহঃ) বলেন যে, "চল্লিশ বছর হয়ে গেলেই তাঁরা বিছানা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতেন (অর্থাৎ ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিতেন)।

আবুদ দারদা এর ভাষ্য, "তিনটি জিনিস না থাকলে এই দুনিয়াতে আর একটা মুহূর্তও থাকতে চাইতাম না--আল্লাহ তাআলার জন্য কাটানো তৃষ্ণার্ত বিকেল (সিয়াম), আল্লাহ তাআলার সামনে রাতভর সিজদা, আর ওই সব লোকেদের সঙ্গ; যারা তরতাজা ফল বেছে নেওয়ার মতো করে যারা কল্যাণকর কথা বেছে নেয়, ওই সব।"

(কিতাবুয যুহদ,২৭৭)

আলি ইবনু আবি তালিব (রাঃ) বলেন, "দ্বীনদার লোকের লক্ষণ হলো (গুনাহ থেকে) সতর্কতাবশত মলিন চেহারা, অধিক কান্নার কারণে দুর্বল দৃষ্টিশক্তি, সিয়ামের কারণে শুকনো ঠোঁট, আর ইবাদাতের কারণে ধূলিমলিন অবস্থা। "

(ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন,৪/৪১২)

আলি(রাঃ) বলেন, "যে জান্নাত আশা করে, সে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করবে। জাহান্নামের প্রতি ভীত ব্যক্তি বিরত থাকবে লোভ-লালসা থেকে। মৃত্যুর বাস্তবতা যার বুঝে এসেছে, সে আর আনন্দ খুঁজে বেড়বে না। আর দুনিয়ার হাকীকত যে বুঝতে পেরেছে, সে কষ্টের ভেতরেও আনন্দ খুঁজে নেবে।”

(ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন,২২৪)

**চতুর্থ ধাপ:**

**নেককারদের উক্তি শোনা**

উপরিউক্ত ধাপগুলোর পর শ্রেষ্ঠতম কাজ হলো নেককারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সঙ্গলাভ এবং কথায়-কাজে তাঁদের অনুকরণ। এটি তাকওয়ার দিকে ধাবিত করে। এখানে আমরা নেককারদের অল্প কিছু বাণী তুলে ধরছি,

আবু বকর সিদ্দিক বলেন, "পরকালের পাথেয় ছাড়া কবরে যাওয়া মানে জাহাজ ছাড়া সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া। "

(আল মুনাব্বিহাত,৮)

উসমান(রাঃ) বলেন, "দুনিয়ার ভাবনা অন্তরের আঁধার আর আখিরাতের ভাবনা অন্তরের আলো।"

(আল মুনাব্বিহাত,৯)

আলি (রাঃ) বলেন, "যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, জান্নাত তাকে খুঁজে বেড়ায়। আর যে পাপ অন্বেষণ করে, তাকে ধাওয়া করে জাহান্নাম। "

(আল মুনাব্বিহাত,১০)

শাকিক বালখি (রহঃ) বলেছেন, "পাঁচটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকুন-

নিজের মুখাপেক্ষিতার অনুপাতে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত,

পার্থিব জীবনের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে পার্থিব সম্পদ,

জাহান্নামের শাস্তিভোগের সহ্যক্ষমতা অনুপাতে পাপ,

কবরের জীবনের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে আখিরাতের পাথেয়,

আর জান্নাতের আকাঙ্খার অনুপাতে নেক আমল

(আল মুনাব্বিহাত,৬৪)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)তাকওয়ার তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন।

* যাবতীয় পাপাচার ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

* সমস্ত মাকরুহ ও অপছন্দনীয় বিষয় হতে বিরত থাক।

* এবং অহেতুক ও অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

**তাকওয়াহ অর্জনের উপকারিতা**

১.তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"যে ব্যক্তিই তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎকাজ থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহরআল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন হবে। কারণ আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। "
(সুরা আল ইমরান :৭৬)

২.তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় আল্লাহ তাআলার নৈকট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

"আর আমার অনুগ্রহ সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে। সুতরাং আমি তা মুত্তাকিদের জন্য লিখে দেব। ”
(সুরা আরাফ :১৫৬)

৩.আল্লাহ সর্বদা মুত্তাকি বান্দাদের সঙ্গে থাকেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন।” (সুরা বাকারা:১৯৪)

* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্ম করে।”
(সুরা নাহল:১২৮)

৪ তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহরআল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রেহাই পায়,

فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"অতএব, যারা আল্লাহকে ভয় করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। "
(সুরা আরাফ:৩৫)

৫. বান্দা সহায়-সম্বলহীন হোক কিংবা হতদরিদ্র, (তাতে কিছুই আসে যায় না)। কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়,

زينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে মনোমুগ্ধকর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ঈমানদারদেরকে উপহাস করে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাকওয়াবানরাই তাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকবে।”
(সুরা বাকারা:২১২)

৬. তাকওয়ার মাধ্যমেই বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্ত সুখ উপভোগ করবে,

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مطهرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ *

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে জান্নাত, তার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গী। এবং তারা লাভকরবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর প্রখর নজর রাখেন। "
(সুরা ইমরান:১৫)

.. وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য। "
(সুরা ইমরান:১৩৩)

( تلك الجنة التي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا

"এ তো সেই জান্নাত, যা আমি আমার মুত্তাকি বান্দাদের দান করব। “
(সুরা মারইয়াম:৬৩)

وسيق الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

"আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে) তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"
(সুরা যুমার:৭৩)

قل متاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

"(হে নবি,) বলুন, পার্থিব সুখশান্তি তো সামান্যই। অথচ মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতের আবাসস্থল উত্তম। "
(সুরা নিসা:৭৭)

৭. তাকওয়ার কারণে বান্দা উভয় জাহানে মহাপুরস্কার ও সুসংবাদ লাভ করে

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ,

"যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন কবে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সুসংবাদ রয়েছে। "
(সুরা ইউনুস:৬৩-৬৪)

* وإن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তা হলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান। "
(সুরা ইমরান :১৭৯)

৮. তাকওয়া থাকলে বান্দার আমল সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়,

. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"(হাবিল ইবনু আদম আ. বললেন,) আল্লাহ শুধু মুত্তাকিদের থেকেই (কুরবানী) কবুল করেন। "
(সুরা মাইদা:২৭)

৯. তাকওয়া থাকলে বান্দা নিজের আমল সংশোধন ও প্রতিপালকের ক্ষমা অর্জন করতে পারে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا *يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করবে। "

(সুরা আহযাব:৭০-৭১)

১০. তাকওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ গুনাহও মাফ হয়ে যায়,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

"আহলুল কিতাব (ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান জাতি) যদি বিশ্বাস করত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তা হলে আমি তাদের পাপ ক্ষমা করে দিতাম। "
(সুরা মাইদা:৬৫)

. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন ও তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেবেন। "

(সুরা আত তালাক:৫)

১১. তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দার কাজকর্ম সহজ হয়ে যায় ও রিযিক বৃদ্ধি পায়,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى أمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"যদি জনপদের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তা হলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম।"

(সুরা আল আরাফ:৯৬)

وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে বেরোবার) কোনো না কোনো পথ খুলে দেবেন এবং তাকে রিযিক দেবেন তার ধারণাতীত উৎস থেকে। “

(সুরা আত তালাক :২-৩)

( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কাজকর্ম সহজ করে দেবেন।”
(সুরা আত তালাক :৪)

১২. তাকওয়ার মাধ্যমে শয়তানের স্পর্শ ও আঘাত থেকে বান্দা সুরক্ষিত থাকে,

( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, শয়তানের স্পর্শে তাদের মনে কুমন্ত্রণা জাগলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের চক্ষু খুলে যায়।"।

(সুরা আরাফ:২০১)

আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, তাকওয়াবানরা নিষ্পাপ। তিনি বলেছেন, শয়তান যখন তাদের দিকে ধেয়ে আসে, তখন তাকওয়া তাদের মধ্যে আল্লাহরআল্লাহ তাআলার বড়ত্ব জাগিয়ে তোলে, আর তারা ফিরে আসে।

১৫. তাকওয়া থাকলে বান্দা আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ করে,

. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى

"যারা দান করে, তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাদের জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব। "

(সুরা আল লাইল:৫-৭)

১৪. তাকওয়ার দ্বারা উভয় জাহানে বান্দা কামিয়াব হবে,

. فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতএব, হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"
(সুরা আল মাইদা:১০০)

১৫. তাকওয়া থাকলে বান্দা আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব লাভ করে,

.. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

"সীমালঙ্ঘনকারীরা পরস্পরের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু। "

(সুরা আল জাসিয়াহ:১৯)

. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"সাবধান! আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। তারাই বিশ্বাসী ও মুত্তাকি। "

(সুরা ইউনুস :৬২-৬৩)

১৬. জাহান্নামের শাস্তি থেকে বান্দার বাঁচার মাধ্যম হলো তাকওয়া,

وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقُوا ونَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا .

"তোমাদের প্রত্যেকেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে। এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপর আমি তাকওয়া অবলম্বনকারীদের এ থেকে মুক্তি দেব আর জালিমদেরকে তার মধ্যে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়। "
(সুরা মারইয়াম:৭১-৭২)

১৭. তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দার পরিসমাপ্তি সুন্দর হবে,

تلك النَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِي

"আখিরাতের সেই নিবাস আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা জমিনে অহংকার ও অপরাধ করে না। সর্বোত্তম পরিণতি মুত্তাকিদের জন্যই।"
(সুরা কাসাস:৮৩)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ للتقوى

" (হে নবি,) আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই আপনাকে দিই। আর সর্বোত্তম পরিনতি তো তাকওয়াবান্দের জন্যই”

(সুরা ত্বহা:১৩২)

১৮. তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে উত্তম মর্যাদা লাভ করে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি উত্তম, যে তাকওয়া অবলম্বন করে।"

(সুরা হুজরাত:১৩)

এই হলো তাকওয়ার উপকারিতার মধ্য থেকে অল্প কয়েকটি। আল্লাহ আমাদের অন্তর প্রশস্ত করে দিন ও তাতে তাকওয়া দান করে তা থেকে উপকৃত করুন। আমীন।

তাকওয়ার ব্যাপারে আলি (রাঃ) এর উক্তি

আলি ইবনু আবী তালিব (রা:) বলেন, "তাকওয়া অবলম্বন করুন। কারণ, এটি বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অধিকার। তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাইতে হয়। তাকওয়া আজ একটি ঢাল হিসেবে কাজ করছে, আগামীকাল এটি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। "

## গ.তাওবা ও ইস্তিগফার

সফলতা অর্জন ও ব্যার্থতা থেকে বেঁচে থাকার তৃতীয় যে উপায় তা হলো তাওবা ও ইস্তিগফার।

**তওবা** (আরবি: توبة) একটি আরবি শব্দ যার অর্থ অনুশোচনা করা, মহান আল্লাহতালার কাছে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা।

আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ ত্যাগ করা ও তার আদেশকৃত বিষয়সমূহর দিকে ফিরে আসাই হচ্ছে তাওবা।

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুণ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে বসে, আল্লাহ তাআলার মরজি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তাআলা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। এই তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনকে দান করে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন। মুমিনকে সর্বদা গুনাহমুক্ত জীবনের প্রতি করে অনুপ্রাণিত। মুমিনকে নিয়ে যায় ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

তাই তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের জীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। তাকওয়াপূর্ণ ও গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে যা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে বলেন:বর্ষ: ১৯,সংখ্যা:শাবান-রমযান১৪৪ || মার্চ-

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُو

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি যুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে— আর আল্লাহ ছাড়া কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে। আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। )সূরা আলে ইমরান : ১৩৫(

☐ আল্লাহ তাওবাকারীদের প্রতি খুশি হন। খুশি হয়ে কেবল তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমাই করেন না, বরং তাদের যাবতীয় গুনাহ ও পাপসমূহকে নেকী ও পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

- - بالحق ولا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ

يُبيلُ اللهُ عَيْاتِهِمْ حَسَنَةٍ وَكَانَ الل غَفُوْرًا رَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا

فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

....এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গাত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

[সূরা ফুরকান: ৬৮-৭১]

সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,
হাকীম ইবনে হিযাম (রা:) রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, আমি জাহেলী যুগে দান-খয়রাত, গোলাম আযাদ ও আত্মীয়-সুজনের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যেসব নেক কাজ করেছি, তাতে কি আমি প্রতিদান পাব? হাকীম ইবনে হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তুমি তোমার অতীতের সৎকর্মসহ ইসলাম গ্রহণ করেছ। অর্থাৎ তুমি যেসব নেকীর কাজ করেছ, তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২২০]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যাবতীয় গুনাহের পরিবর্তে সাওয়াব লিখে দেওয়া হয়। তাওবার পর [ইসলাম গ্রহণের পর]।

## তাঁর দয়া ও দানের শেষ নেই

আল্লাহ মহান। তাঁর দয়া অফুরান। তাঁর দয়া ও দানের কোনো শেষ শেষ নেই; ক্ষমা ও মাগফিরাতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি তাওবা কবুলকারী। বান্দার তাওবা কবুল করেন। অনুতপ্ত বান্দাকে সাদরে বরণ করেন। তিনি দয়াময়, মেহেরবান। তাঁর রহমত সর্বব্যাপী, সবকিছুকে আচ্ছন্নকারী। তাঁর দয়া ও দুয়ার নেককার-বদকার সকলের জন্য উন্মুক্ত।

বান্দা গুনাহ করে ফেলার পর ফিরে এলে, তাওবা করলে আল্লাহ খুশি হন। মানুষ মাত্রই ভুলত্রুটি হতে পারে, বান্দা গুনাহ করতেই পারে; তবে সমস্যা হচ্ছে গুনাহকে অভ্যাসে পরিণত করে নেওয়ায়। অতঃপর গুনাহ করতেই থাকা। তাওবা না করা।

- আল্লাহ রহমান, রহীম।

- বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

তাঁর দয়া তাঁর ক্রোধের চেয়ে অগ্রগামী।

তাঁর ক্ষমা তাঁর শাস্তির তুলনায় দ্রুতগামী।

- তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি তাদের পিতামাতার চেয়ে দয়াশীল।

সহীহাইনের বর্ণনায় এসেছে-

নবীজী (সঃ) একবার এক মুখবন্দী নারীকে দেখিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি মনে কর এ স্ত্রীলোকটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ফেলার ক্ষমতা রাখলেও সে কখনোই ফেলবে না। নবীজী (সঃ) ইরশাদ করলেন-

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও বেশি দয়ালু।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৯৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৫৪]

**খাঁটি তাওবা আল্লাহ কবুল করেন**

আল্লামা ইবনে কুদামা বর্ণনা করেছেন। বনী ইসরাঈলে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। লোকজন সকলে মিলে হযরত মুসা-র দরবারে এসে উপস্থিত হল। নিবেদন করল, হে কালীমুল্লাহ! হে আল্লাহর নবী! আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের দৃষ্টি দান করেন- রহমতের বৃষ্টি।

মুসা তাদের সঙ্গে উঠলেন। সকলে মিলে একটি খোলা প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার কিংবা তারও
বেশি। মুসা আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আমাদের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন। আমাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের উপর দয়া করুন। তৃণভোজী প্রাণীদের উপর করুণা করুন। আমাদের মধ্যে যারা বয়সের ভারে নাজ ও কুঁজো হয়ে গেছে, তাদের উপর দয়া করুন।

এভাবে মুসা আল্লাহ -র দরবারে দোয়া করছিলেন। কিন্তু আকাশ থেকে বৃষ্টি তো বর্ষিত হচ্ছিলই না, উল্টো যতটুকু মেঘ আকাশে দেখা যাচ্ছিল তা-ও দূরে সরে যাচ্ছিল। সূর্যের উত্তাপ ও প্রখরতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মুসা তেমনি দোয়া করে যাচ্ছিলেন- হে আমাদের রব! হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমাদের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন।

আল্লাহ মুসা-র দোয়ার জওয়াবে অহী পাঠালেন, হে মুসা। কীভাবে আমি তোমাদের বৃষ্টি দান করব, অথচ তোমাদের মাঝে এমন এক লোক রয়েছে, যে বিগত চল্লিশ বৎসর যাবত নানা অন্যায় ও পাপাচার করে করে আমার না-ফরমানি করে যাচ্ছে। যেন আমার অবাধ্যতা আর বিরুদ্ধাচারণই তার কাজ?। সুতরাং, আমি কীভাবে তোমাদের বৃষ্টি দান করব? বরং তুমি সকলের মাঝে ঘোষণা করে দাও সে যেন তোমাদের মাঝ থেকে বের হয়ে যায়। তার কারণেই আমি তোমাদের বৃষ্টি বন্ধ রেখেছি।

মুসা উঁচু আওয়াজে সমবেত মানুষের মাঝে ঘোষণা করলেন- যে গুনাহগার ও পাপী বান্দা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত আল্লাহ-র অবাধ্যতা ও না-ফরমানি করে আসছ, তুমি আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও। তোমার কারণেই আল্লাহ আমাদের বৃষ্টি বথ করে রেখেছেন।

ঘোষণা শুনে গুনাহগার লোকটি এদিক-সেদিক তাকাল। ডানে-বামে দেখল। কিন্তু কাউকেই সে বেরিয়ে যেতে দেখল না। সে নিশ্চিত বুঝে নিল সে-ই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। তাকেই বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে।
সে ভাবতে লাগল, আজ যদি আমি এখান থেকে বের হই, তা হলে পুরো বনী ইসরাঈলের মাঝে আমার অন্যায় ও অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যদি আমি এখানে তাদের সঙ্গে থেকে যাই, তা হলে আমার কারণে তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করা হবে। এমতাবস্থায় সে ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত হল। আক্ষেপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হল। চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এক পর্যায়ে সে লজ্জায় ও অনুশোচনায় কাপড়ের নীচে মাথা লুকাল। মনে মনে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলল, হে আমার রব! হে আমার মাওলা। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত আমি আপনার অবাধ্যতা ও না-ফরমানি করে আসছি। এ দীর্ঘ সময় আপনি আমাকে অবকাশ দিয়েছেন। কখনও আমার অপরাধ মানুষের সামনে প্রকাশ করেননি। হে আল্লাহ। আমি আমার সারা জীবনের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করছি। আজ আমি পূর্ণ অনুগত হয়ে আপনার দরবারে হাজির হচ্ছি। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে কবুল করুন। আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না। এভাবে সে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে। থাকল।

এদিকে তার কথা তখনও পূর্ণ হয়নি, এরই মধ্যে আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখা গেল এবং তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করল। এমনকি বৃষ্টির ফোঁটা মশকের মুখের মতো হয়ে পড়তে লাগল।

এ দেখে মুসা (আঃ) যারপরনাই বিস্মিত হলেন। আল্লাহ-র দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ। আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করেছেন, অথচ এখনও তো আমাদের মধ্য থেকে কেউ বের হল না।
আল্লাহ বললেন, মুসা! আমি যার কারণে এতদিন তোমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ রেখেছিলাম, এখন তার কারণেই তোমাদের বৃষ্টি দিচ্ছি।
এ কথা শুনে মুসা (আঃ) আরও আশ্চর্য হলেন। বললেন, হে আল্লাহা আমি আপনার সেই বান্দাকে দেখতে চাই।

আল্লাহ বললেন, মুসা। যখন সে আমার না-ফরমানি ও অবাধ্যতা করত তখনই আমি তাকে প্রকাশ করিনি, আর আজ যখন সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, তখন কি আমি তাকে প্রকাশ করে দিব?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তো বান্দার প্রতি যারপরনাই দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। বান্দার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন-

من يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى الْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ o وَأَنْهُبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبل أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ oهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِ أَن o وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا انْزِلَ إِلَيْكُمْ من رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تقول نَفْسٌ يُحسرى على ما قالت في جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الشَّخِرِينَ ن أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ o هَدين لكنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَيَوْمَ الْقِيِّمَةِ تَرَى الَّذِينَ o )٥٠ (بَلَى قَدْ جَاءَ تكَ التِي فَكَذَّبَة بهَا وَ اسْتَكْبَرْت وَكُنتَ مِنَ الْكَفِرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْاo كَذَبُوا على الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ الْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِرِينَ بِمَفَارَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ()ن

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও, তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর, তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে; যাতে কেউ না বলে, হায়। হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি, তার জন্য আফসোস, আর আমি তো ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের একজন হতাম। অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনোরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। হাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহঙ্কার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম

নয়? আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দিবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।
[সূরা যুমার: ৫৩-৬১]

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী(সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-
হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা করতে থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক আমি তোমাকে ক্ষমা করব। এতে আমি কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আসমানের কিনারা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। এতে আমি কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান। তুমি যদি পুরো পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরিক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তা হলে আমিও তোমার কাছে পুরো পৃথিবী-পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।
[সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৪০]

হাঁ, আল্লাহ পৃথিবী-পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার রহমতের শান দেখুন। তিনি বান্দাকে গুনাহে লিপ্ত দেখেন,
অবাধ্যতা ও না-ফরমানি করতে দেখেন, কিন্তু এর প্রতিকার আযাব ও পাকড়াও দিয়ে করেন না। বরং বান্দাকে কিছু রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। যেন বান্দা ফিরে আসে; না-ফরমানি ছেড়ে আনুগত্য করে; আসমানের দুয়ারে কড়া নাড়ে; আল্লাহমুখী হয়ে দোয়া-মুনাজাত ও বিপদমুক্তির প্রার্থনা করে।

## তাওবাকারী আল্লাহর প্রিয়

তাওবাকারীরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আল্লাহ আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।
এ ঘোষণা তিনি তাঁর পবিত্র কিতাবের স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে-

(إن الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরও ভালোবাসেন।
[সূরা বাকারা: ২২২]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন-

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ

(التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদকা কবুল করেন? বস্তুত আল্লাহই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
[সূরা তাওবা: ১০৪]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْيَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيَاتِ وَيُعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

তিনি [আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।
[সূরা শূরা: ২৫]

আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন। তবে তিনি পাপাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। কত গুনাহগার ও পাপী সকাল-সন্ধ্যা হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে, অথচ-
তাদের রব উপর থেকে তাদের উপর লানত করতে থাকেন।
ফেরেশতারা ক্রোধান্বিত হতে থাকেন।
নেককার বান্দারা তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে থাকেন।
জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য উত্তপ্ত হতে থাকে। তাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাদের চোখ-কান সম্পূর্ণ সুস্থ রেখেছেন। তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম রেখেছেন, অথচ তারা-

- না-ফরমানি ও অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

শয়তানের সহযোগিতা ও তার অনুসরণ করে।

- বিরামহীন অন্যায়-অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে।

তাওবা তো করেই না, উল্টো খাহেশাতে নাফসানী ও শয়তানের ফাঁদে পড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করতেই থাকে।

**তওবা না করে তার উপর দৃঢ় থাকলে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন**

গুনাহ ছাড়া আর কি সে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছে?

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وفَلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَيلَهُمْ مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَ مِنْهُمْ مِّنْ أَخَذَتْهُ الصيحة وَ مِنْهُمْ من خَسَفْنَا بِهِ الأَرض وَ مِنْهُمْ مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ

( بيقيتهُمْ وَلَكِن كَانُوا الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। [সূরা আনকাবুত: ৪০]

অতএব, আমি  আশ্চর্য হবো না, যদি আমি-
আমার গুনাহের কারণে দুনিয়াতে কোনো শাস্তিতে নিপতিত হই।

শারীরিক কোনো অসুস্থতা বা সন্তানাদিকে নিয়ে কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হই।

ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হই কিংবা রিযিকের সংকীর্ণতায় পর্যুদস্ত হও।

কিংবা যদি আমার দোয়া কবুল না হয়।

একের পর এক বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবত, বিভিন্ন জটিলতা ও সংকট যদি আমাকে ঘিরে নেয়।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

أو لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ قَالُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ

( لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَاتِي

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, তা হলে দেখতে পেত তাদের পূর্বসূরিদের কী পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছিলেন এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।
[সূরা মুমিন: ২১]

অতএব, আমাদের উচিত দ্রুত যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবার দিকে ধাবিত হওয়া। অনুতপ্ত হওয়া সেইসব দিনের ব্যাপারে, যে দিনগুলোতে গুনাহের কালিমায় অন্ধকার করেছ আমলনামার সাদা-শুষ পাতাগুলোকে। ডুবে ছিলাম অন্যায়-অনাচার আর পাপাচারে। ভারী করেছি পাপের বোঝা গভীর রাতের আঁধারে। কতই না দুঃসাহস দেখিয়েছি আসমান-জমিনের মালিকের বিরুদ্ধে। অতএব, আর দেরি না কারে এখনই গায়ে টেনে নিতে হবে অনুতাপ-অনুশোচনার চাদর-চূড়ান্ত পদস্খলনের পূর্বেই। ক্ষমা নিতে হবে যাবতীয় গুনাহ থেকে সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই।

## তাওবাকারীর প্রকৃত জীবন

তওবার পরের জীবনই একজন তাওবাকারীর প্রকৃত জীবন। আমার জীবনের কী স্বাদ থাকল, যদি আমি প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে আল্লাহর দুশমন ভাবি; সারাক্ষণই যদি খাহেশাতে নাফসানীর পূজায় লিপ্ত থাকি; কোনো না কোনো গুনাহ ও হারামে লিপ্ত থাকি! অথচ আমার

রব তিনি, যিনি আমাকে খাওয়াচ্ছেন-পরাচ্ছেন; আমি অসুস্থ হলে আমাকে শেফা দিচ্ছেন; কাউকে মৃত্যু দান করছেন আবার কাউকে জীবন দান করছেন। বরং ত
আমার দেহের প্রতিটি পশম, এমনকি পুরো সৃষ্টিজগতের অনু-পরমাণুও যাঁর অনুমতি ছাড়া সামান্যতম নড়াচড়াও করে না।

যে খাঁটি দিলে আল্লাহ-র দরবারে তাওবা করে, সে তাওবার পর দ্বীনের শক্তিশালী ও মজবুত সৈনিকে পরিণত হয়। তখন সে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। সর্বদা দ্বীনের ফিকির বহন করে। সাহাবায়ে কেরাম এ আজমাইন রাসূলুল্লাহ খুঁট্টি-র হাতে হাত রেখে বাইআত হতেন আর তখন থেকেই নিজেকে দ্বীনের একজন সৈনিক বলে মনে করতেন। দ্বীনের জন্যে, দ্বীনের কল্যাণে ঝাপিয়ে পড়তেন।

❑ পরিশেষে তাওবার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো। যথা-

**প্রথম বিষয়**

যে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব, তার তালিকা ও ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ এবং সেগুলোর স্তর ও মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন। তবে এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ কতগুলোর কথা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

যে সকল গুনাহ থেকে খাঁটি দিলে তাওবা করা আবশ্যক, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ হচ্ছে শিরক- আল্লাহ-র সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা। শিরকের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করো না। [সূরা নিসা: ৩৬]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন-

وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

তোমার রব চূড়ান্ত ফায়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না।

[সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩]

শিরক করা, কাউকে আল্লাহ-র সঙ্গে শরিক করা যে কোনো বিচারে সবচেয়ে বড় হারাম ও মহাপাপ। যেমন, আবু বাকরা এটি থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী কারীম (সঃ)ইরশাদ করেছেন-
আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? নবীজী এ কথাটি তিন বার বলেছেন। সাহাবীগণ আরজ করলেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯]

শিরক ব্যতীত অন্য যে কোনো গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না। তবে
শিরকের প্রতিকার করতে চাইলে খাঁটি দিলে আল্লাহ-র দরবারে তাওবা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে কৃত শিরককে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যত গুনাহ আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। [সূরা নিসা: ৪৮]

**শিরকের অনেক প্রকার ও ধরন রয়েছে। যেমন-**

**গাইরুল্লাহকে আহ্বান করা**

অনেকে নিজের প্রয়োজনপূরণ, বিপদাপদ দূরকরণ, মনোবাঞ্ছাপূরণ, সন্তানাদি লাভ ইত্যাদির জন্য গাইরুল্লাহকে আহ্বান করে; কবরে বা মাজারে শায়িত ব্যক্তি কিংবা মৃত অলী-আউলিয়ায়ে কেরামের কাছে হাত পাতে। তাদের বিশ্বাস- তারা মানুষের অভাব পূরণ

করতে পারেন, বিপদাপদ দূর করেন, সন্তানাদি দান করেন, ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غُفِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ

"তাদের থেকে অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকে, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্তও তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। অধিকন্তু তারা তাদের ডাকাডাকি সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে না। যখন মানুষকে হাশরে একত্র করা হবে, তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।"
[সূরা আহকাফ: ৫-৬]

**গাইরুল্লাহর নামে কসম করা**

গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করা জায়েজ নেই। তা সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাইরুল্লাহর নামে কসম করে থাকে। কসম মূলত এক প্রকার সম্মান, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কারও যদি কসম করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে নতুবা চুপ থাকে।
[ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১০৮]

**জাদু, ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী**

জাদু অনেক বড় কবীরা গুনাহ। এ জাদু কখনও কখনও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। জাদু সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের একটি। জাদু শুধু ক্ষতিই করে, কোনো উপকার করে না। জাদু শিক্ষা করা প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

( وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

তারা এমন জিনিস [জাদু] শিক্ষা করে, যা তাদের অপকারই করে, কোনো উপকার করে না।

[সূরা বাকারা: ১০২]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন-

(وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

জাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন, সে সফলকাম হবে না।
[সূরা ত্ব-হা: ৬৯]
নিজে জাদু চর্চা করা, কারও জন্য জাদু করনো,জাদুকরের কাছে যাওয়া এসবই হারাম।
নবিজি (সঃ)বলেন,
যে ব্যক্তি গণক কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদ এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা অস্বীকার করে।
[মুসনাদে আহমাদ: ২/৪২৯, হাদীস নং ১৫৩২]

**যিনা-ব্যভিচার**

শিরক ও মানুষ হত্যার পর সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে যিনা-ব্যভিচার। যিনা-ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে হারাম। মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

শরীয়ত পর্দা ফরয করেছে, নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছে এবং গায়রে মাহরাম সত্রীলোকদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, এ ছাড়াও এ ধরনের আরও বিভিন্ন বিধি-বিধান ও নীতিমালা আরোপ করে শরীয়ত ব্যভিচার ও ব্যভিচারের যাবতীয় উপায়-অনুষঙ্গের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ কেবল যিনা করতেই নিষেধ করেননি, বরং যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ হয়েছে-

(ولا تَقْرَبُوا الإِنّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।
[সূরা বনী ইসরাঈল: ৩২]

**সুদ, ঘুষ ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করা:**

সুদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ

( لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর- যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোন।

[সূরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯]

একমাত্র সুদখোর ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। আল্লাহ-র কাছে সুদ খাওয়া যে কত মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধ, তা বোঝার জন্য উক্ত আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট।

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

المين.

যারা সুদ খায় তারা [কেয়ামতের দিন] এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।

[সূরা বাকারা: ২৭৫]

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে লানত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১৭৭]

অপর এক হাদীসে নবীজী (সঃ) ইরশাদ করেছেন-

সুদের তিয়াত্তরটি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সহজতর স্তর হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমতুল্য। আর সবচেয়ে কঠিনতম স্তর হল মুসলিম ব্যক্তির মানহানি। [আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং ২২৫৯]

**মদপান ও নেশাদ্রব্য গ্রহণ**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা  পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

عَمَلِ وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَ

(الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং, তোমরা তা থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

[সূরা মায়িদা: ৯০]

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

যে ব্যক্তি মদপান করে, তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার হল, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। 'তীনাতুল খাবাল' কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ-রক্ত।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৩৫]

**গানবাদ্য শোনা**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা  পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে, যে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার জন্য অসার কথা খরিদ করে।  [সূরা লুকমান: ৬]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রাঃ) আল্লাহর কসম করে বলতেন, উক্ত আয়াতে 'অসার কথা' বলে গানকে বোঝানো হয়েছে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৬/৩৩৩]

আবু আমের ও আবু মালেক আল আশআরী এ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন-

আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী সৃষ্টি হবে, যারা
ব্যভিচার, রেশম ব্যবহার, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল গণ্য করবে।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯০]

**দ্বিতীয় বিষয়**

কোনো কোনো মানুষ যখন কোনো গুনাহ থেকে তাওবা করতে চায়, তখন শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন গানবাদ্য শোনা থেকে তাওবা করতে চায়, তখন শয়তান তাকে এ বলে ধোঁকা দেয়- 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সিগারেট খাবে, সালাতে অলসতা করবে ইত্যাদি আরও গুনাহে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গানবাদ্য শোনা থেকে তোমার তাওবা কবুল হবে না। হয়তো তুমি এই সব গুনাহ থেকে একসঙ্গে তাওবা করবে, নয়তো তোমার কোনো তাওবাই কবুল হবে না। অতএব, শুধু শুধু তোমার নফসকে কষ্ট দিয়ো না।'

এটা ভুল কথা। কেননা, প্রত্যেক গুনাহের তাওবা আলাদা। এটা খুবই সম্ভব যে, কেউ অন্য কোনো গুনাহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তার যিনা-ব্যভিচারের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন। তবে এটা ঠিক যে, বান্দার উচিত সমস্ত গুনাহ থেকেই তাওবা করে নেওয়া।

**তৃতীয় বিষয়**

**তাওবার মোট শর্ত পাঁচটি। যথা-**

১. কৃত গুনাহ থেকে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়ে যাওয়া।

২. কৃতকর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

৩. ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর কখনও না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করা।

৪. কারও কোনো হক নষ্ট করে থাকলে কিংবা কারও উপর জুলম করে থাকলে সে হক ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেওয়া।

৫. তাওবার সময় বাকি থাকতে তাওবা করা। অতএব, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে কিংবা কেয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করলে সে তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।

**শেষ বিষয়**

কৃত তাওবার উপর অটল-অবিচল থাকার উপায় ও মাধ্যমসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি মাধ্যম হচ্ছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থান পরিত্যাগ করা। এমনকি সেই সব সাথি-সঙ্গীদের থেকেও দূরে থাকা, যারা পুনরায় গুনাহের দিকে আহ্বান করবে কিংবা উক্ত গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।

## ঘ. জান্নাত লাভের আশা

জান্নাত শব্দের অর্থ হলঃ উদ্যান, বাগান, বাগিচা।
মহান আল্লাহ মহাপ্রতিদান স্বরূপ যা নিজ অনুগত বান্দার মরণের পর পরকালের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।

জান্নাত মানে শুধু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগানই নয়; বরং তাতে থাকবে বাসস্থান, অট্টালিকা এবং চরম সুখ-সামগ্রীর এমন সবকিছু, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। সেখানে এমন সুখ থাকবে, যাতে কোন দুঃখের লেশমাত্র থাকবে না। এমন নির্মল শান্তি থাকবে, যাতে কোন প্রকার অশান্তির মলিনতা নেই। এত সুখসম্পদ থাকবে, যার কাল্পনিক বর্ণনা দিতেও মানুষের মন অক্ষম।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন। করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।”
(সাজদাহঃ১৭,বুখারী-মুসলিম)।

জান্নাতে স্থান লাভ করা এমন সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার পর কোন সৌভাগ্য নেই। মহান আল্লাহর ভাষায় সেটাই মহা সফলতা। তিনি বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দুরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশতে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভাোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (আলে ইমরানঃ ১৮৫)

আল্লাহ আরোও বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলাের নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে মহা সফলতা। (তাওবাহঃ ৭২

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেস্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। (নিসাঃ ১৩)

**জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারি ব্যক্তি**

জান্নাতে সর্বপ্রথম যিনি প্রবেশাধিকার লাভ করবেন, তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সঃ)। আর উম্মতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তারই উম্মত। এ হল মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সম্মান।

মহানবী (সঃ) বলেন, "আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করব। ...আমিই জান্নাতে প্রথম সুপারিশকারী হব।"
(মুসলিম ১৯৭)

**ধনীদের তুলনায় গরীবরা আগে জান্নাতে যাবে**

যেহেতু গরীবদের হিসাব কম; তাদের যাকাত নেই, হজ্জ নেই, মালের কোন হিসাব-নিকাশ নেই, তাই তারা নির্ঝঞ্ঝটে ধনীদের আগে আগেই জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু কতদিন আগে?

এক বর্ণনানুসারে ৪০ বছর আগে।
আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ মুহাজিরদের দরিদ্রশ্রেনীর লোকেরা ধনশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ২৯৭৯)
অন্য এক বর্ণনা মতে ৫০০ বছর আগে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ গরীব মুমিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ২৩৫১ নং)

**জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যাক্তি**

জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি অথবা সর্বনিম্ন মানের জান্নাতীও কিন্তু ছোট জান্নাতের বা কম সুখের অধিকারী হবে না। এ ব্যাপারে মহানবী (সঃ) বলেছেন,

"সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আযযা অজাল্ল বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম। আল্লাহ আযযা অজাল্ল বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম। তখন আল্লাহ আযযা অজাল্ল বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)! তখন সে বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এমনভাবে হাঁসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।" (বুখারী-মুসলিম)

এ জান্নাতী যখন জান্নাতের বাসস্থানে প্রবেশ করবে, তখন তার দু'টি হুরী স্ত্রী তার নিকট এসে বলবে, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তোমাকে আমাদের জন্য এবং আমাদেরকে তোমার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। তখন সে বলবে, আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। (মুসলিম)।

**জান্নাত চিরস্থায়ী জান্নাতীরা ও চিরঞ্জীব**

দুনিয়া ধ্বংস হয়ে পরকালের জীবন শুরু হলে, সে জীবন হবে অনন্ত কালের। অন্তহীন হবে জান্নাত, অন্তহীন হবে জান্নাতীরা। না জান্নাত ধ্বংস হবে, আর না জান্নাতীরা বৃদ্ধ ও

মরণাপন্ন হবে। বরং তারা চিরতরের জন্য ইচ্ছাসুখে সেখানে বসবাস করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلً. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না। (কাহ্ফঃ ১০৭-১০৮)

إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুযী; যার কোন শেষ নেই। (স্বাদঃ ৫৪)

**জান্নাতের বিবরন**

জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে মহানবী (সঃ) বলেছেন,

“(তার অট্টালিকার) একটি ইট সোনার, একটি ইট চাদির, তার মাঝে সংযোজক হল তীব্র সুগন্ধময় কস্তুরী। তার পাথর-কাঁকর হল মণি-মুক্তা। তার মাটি হল জাফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে, সে সুখী হবে এবং কোন কষ্ট পাবে না। চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যুবরণ করবে না। তার লেবাস-পোশাক পুরাতন হবে না। তার যৌবন নষ্ট হবে না।”
(আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

তুমি দেখলে সেখানে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। (দাহরঃ ২০)

এ ছাড়া মহান আল্লাহ যা গুপ্ত রেখেছেন, তা মানুষের কল্পনার বাইরে।

**জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ''অসীলাহ'**

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানের নাম অসীলাহ। যে স্থান সর্বোচ্চ মানুষের প্রাপ্য। আর তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ)। তিনি বলেন, "মুআযযিনকে আযান দিতে শুনলে তোমরাও ওর মতই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর; কেন না, যে ব্যক্তি আমার। উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'অসীলাহ' প্রার্থনা কর; কারণ, অসীলাহ' হল জান্নাতের এমন এক সুউচ্চ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি বান্দার জন্য উপযুক্ত। আর আমি আশা রাখি যে, সেই বান্দা আমিই।

সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ঐ 'অসীলাহ' প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফাআত (সুপারিশ) অবধার্য হয়ে যাবে।"

(আহমাদ, মুসলিম ৩৮৪নং প্রমুখ, মিশকাত ৬৫৭নং)

**উচ্চ স্থানসমুহ কাদের জন্য?**

জান্নাতের উচ্চ স্থানসমূহ শহীদদের জন্য। সেই শহীদদের জন্য, যারা প্রথম কাতারে থেকে যুদ্ধ করেন। যারা শহীদ হওয়া পর্যন্ত পিছন ফিরে তাকান না। এঁদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে হাসেন। এঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। এঁদের কোন হিসাব নেই। এঁদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের উচ্চ উচ্চ স্থান।

(আহমাদ, সঃ জামে' ১১১৮নং)

এছাড়াও এমন কিছু কাজ আছে, যা করলে নবী (সঃ)-এর কাছাকাছি দরজা পাওয়া যাবে। যেমনঃ

মহানবী (সঃ) বলেন "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)।

যারা শহীদদের দর্জা পান, তারাও তাদের কাছাকাছি উচ্চ স্থান পাবেন জান্নাতে। যেমনঃ

**১। বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূরকরণে চেষ্টারত ব্যক্তি।**

নবী (সঃ) বলেছেন, "বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) আমি ধারণা করছি যে, তিনি

এ কথাও বললেন, “সে ঐ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না।” (বুখারী)।

**২। আরো কতিপয় লোক।**

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

“(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) শহীদ পাঁচ ধরনের; (১) প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (৪) মাটি চাপা পড়ে মৃত এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত।” (বুখারী-মুসলিম)

**জান্নাতের অট্টালিকা ও তাবুর বিবরণ**

জান্নাতীরা জান্নাতে বড় বড় অট্টালিকায় বসবাস করবে। তা হবে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট ও বহুতল। তা হবে সুখের বাসা ও সৌন্দর্যময়।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমুহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

(তওবাহঃ ৭২)।

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট নির্মিত প্রাসাদ রয়েছে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। (এটি) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(যুমারঃ ২০)

জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যা স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত।

মহানবী (সঃ) বলেন, “জান্নাতের মধ্যে এমন কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।” তা শুনে আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসুল?' তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।”
(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)

**জান্নাতে অতিরিক্ত ঘর নির্মাণ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। যেমনঃ**

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য প্রত্যহ ফরয নামায ছাড়া বারো রাকআত সুন্নত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।” (মুসলিম)।

আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।” (ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫০২নং)।

**জান্নাত ইচ্ছা সুখের রাজ্য**

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। (যুখরুফঃ ৭১)।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

অর্থাৎ, সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। (হা-মীম সাজদাহঃ ৩১)

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ

অর্থাৎ, সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। (ইয়াসীনঃ ৫৭)

জান্নাতে সকল ইচ্ছা পূরণ হবে বলেই এক এক জান্নাতী এক এক আজব ইচ্ছাও প্রকাশ করবে।

এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে কি উট আছে? উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন, তাহলে সেখানে তোমার মন যা চাইবে এবং তোমার চোখ যাতে তৃপ্ত হবে, তোমার জন্য তাই হবে।"
(তিরমিযী, সিঃ সহীহাহ ৩০০১নং)

**জান্নাতের হকদার**

জান্নাতের হকদার সেই মুমিনগণ, যারা কোনদিন কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করেনি। অর্থাৎ, শির্ক করেনি। অথবা শির্ক করার পর তওবা না করে শির্ক নিয়ে মারা যায়নি।

পক্ষান্তরে যারা শির্ক করে, শির্ক নিয়ে মারা যায়, কুফরী করে, ঈমানের কোন বিষয়কে অস্বীকার বা মিথ্যাজ্ঞান করে, তাদের জন্য জান্নাত হারাম। কুরআন-কারীমে যেখানেই জান্নাতের হকদারদের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই কারণ স্বরূপ ঈমান ও নেক আমলকে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদের (পৃথিবীতে অথবা জান্নাতে) পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই। তাদেরকে পরস্পর একই সদৃশ ফল দান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সহধর্মিণীগণ রয়েছে, অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে
(বাক্বারাহঃ ২৫)

**জান্নাতের পথ সহজ নয়**

জান্নাত লাভের পথ নিশ্চয় সহজ নয়। বরং সে পথ বড় বন্ধুর, বড় কষ্টের। উপরে চড়া কি সহজ হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা।"

(বুখারী-মুসলিম)।

সুতরাং জান্নাত পেতে হলে মনোলোভা জিনিস থেকে মনকে বিরত রাখতে হবে, লোভনীয় কামনা-বাসনা থেকে মনকে বঞ্চিত করতে হবে।

মহানবী (সঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ যখন জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরীলকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে বললেন, 'যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন করে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতকে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন। তারপর আবার তাকে বললেন, যাও, জান্নাত এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন করে ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, 'যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দেখলেন, তার আগুনের এক অংশ অপর অংশের উপর চেপে রয়েছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! যে কেউ এর কথা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে না। তারপর জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন এবং পুনরায় তাকে বললেন, যাও, জাহান্নাম এবং তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী দর্শন কর। সুতরাং তিনি গেলেন এবং দর্শন করে ফিরে এসে বললেন, 'আপনার সম্মানের কসম! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ পরিত্রাণ পাবে না, সবাই তাতে প্রবেশ করবে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ তারগীব ৩৬৬৯নং)।

**জান্নাত কোন আমলের মুল্য নয়**

জান্নাত বিশাল অমূল্য জিনিস। জান্নাত কোন আমলের বিনিময় নয়। কোন আমল দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব নয়। আমল হল জান্নাত লাভ করার কারণ বা অসীলা মাত্র। জান্নাত আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি তার অনুগত বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার স্বরূপ দান করবেন। মহানবী (সঃ) বলেন,

"তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তার করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" (আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

**জান্নাতের শ্রেষ্ঠ পাওয়া**

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "মহান প্রভু জান্নাতীদেরকে সম্বাোধন করে বলবেন, হে জান্নাতের অধিবাসিগণ!' তারা উত্তরে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে। তখন আল্লাহ পাক বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমাদের কী হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি। তখন তিনি বলবেন, এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি? তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে?' মহান প্রভু জবাবে বলবেন, তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।" (বুখারী-মুসলিম)

**জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত**

রাসুলল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই? তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ গর্বের) পর্দা সরিয়ে দেবেন এবং তারা তার চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। (মুসলিম)। মহান আল্লাহ বলেছেন,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত) এবং আরো অধিক (আল্লাহর দীদার)। তাদের মুখমণ্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন
করবে না এবং লাঞ্ছনাও না; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল বাস করবে। (ইউনুসঃ ২৬)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة.) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

, সেদিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (কিয়ামাহঃ ২২-২৩)

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।”
(বুখারী-মুসলিম)

## ঙ.জাহান্নামের আযাবের ভয়

মহাসফলতা লাভের পঞ্চম উপায় হচ্ছে জাহান্নামের আযাবের ভয়।

**জাহান্নাম**

জাহান্নাম সেই আগুনের বাসস্থানকে বলা হয়, যেখানে রেখে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তার অবাধ্য বান্দাদের শাস্তি দেবেন।

এটিকে আগুনের কারাগার বা জেলখানাও বলা যেতে পারে, যেখানে আল্লাহদ্রোহীরা চিরবন্দী থাকবে। যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে, জান্নাত-জাহান্নাম অবিশ্বাস করে, নবী-রসূলকে মিথ্যা মনে করে, যারা পাপ করে, অন্যায় ও অপরাধ করে, তাদের পারলৌকিক ঠিকানা হবে এই জাহান্নাম।

জাহান্নাম হল মানুষের সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা, সবচেয়ে বড় ক্ষতি। মহান আল্লাহই সে কথা বলেছেন,

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাবে, তাকে নিশ্চয় লাঞ্ছিত করবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।
(আলে ইমরানঃ ১৯২)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে সুনিশ্চিতভাবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন; সে তাতে অনন্তকাল থাকবে। এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।
(তাওবাহঃ ৬৩)।

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
বল, আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।' (যুমারঃ ১৫)

জাহান্নাম জাহান্নামীদের বড় নিকৃষ্ট ঠিকানা, দোযখ দোযখীদের বড় নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার, নিকৃষ্ট শয়নাগার। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট! (ফুরকানঃ ৬৬)

**জাহান্নামের ইন্ধন**

জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী হবে এক শ্রেণীর মানুষ ও এক শ্রেণীর পাথর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

যদি তোমরা তা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। (বাক্বারাহঃ ২৪)

**জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ**

জাহান্নামের আগুন কত গরম ও জ্বালাময় হবে, সে কথা কুরআন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে। যেমনঃ

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ০ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ০ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ০ نَارٌ حَامِيَةٌ ০

কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। কিসে তোমাকে জানাল, তা কি? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (কারিআহঃ ৮-১১)

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ০ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ০ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ০ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ০

আর বাম হাত-ওয়ালারা, কত হতভাগা বাম হাত-ওয়ালারা! (যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।) তারা থাকবে অতি গরম বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কালোবর্ণ ধোয়ার ছায়ায়। যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।
(ওয়াক্বিআহঃ ৪১-৪৪)।

বলা বাহুল্য, জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত। তার বাতাসও অতিশয় উষ্ণ। তার পানিও অতিরিক্ত গরম। আগুনকে ঠাণ্ডা করার জিনিসগুলিও গরম।

জাহান্নামে যে ছায়ার কথা বলা হয়েছে, সে ছায়ার বিবরণ এসেছে অন্য স্থানে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ o انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ o انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ o لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ o إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ o كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ o

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। তোমরা যাকে মিথ্যাজ্ঞান করতে, চল তারই দিকে। চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে। এটা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য। ওটা হলুদ বরণ উটদলের মত।
(মুরসালাতঃ ২৮-৩৩)

জাহান্নামের আগুন কতটা প্রভাবশালী হতে পারে, সে কথা রয়েছে আর এক স্থানে,

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ o وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ o لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ o لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ o

আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায় রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ করে দেবে।
(মুদ্দাসসিরঃ ২৬-২৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

যা দেহ হতে চামড়া খসিয়ে দেবে। (মাআরিজঃ ১৬)

দুনিয়ার আগুনই সহ্য করার মত নয়, তাহলে জাহান্নামের আগুন কত অসহনীয় হতে পারে, তা অনুমেয়।

মহানবী (সঃ) বলেন, "আমাদের এই আগুন জাহান্নামের সত্তর অংশের এক অংশ।" বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! (দুনিয়ার আগুনই) তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, "তাতে উনসত্তর অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের উত্তাপ এই আগুনের মতো।" (বুখারী-মুসলিম)।
উপরন্তু সে আগুন স্তিমিত হওয়ার নয়, নির্বাপিত হওয়ার নয়। তা বৃদ্ধি বৈ হ্রাস পাবে না।

**চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার প্রধান প্রধান কারন**

প্রত্যেক শাস্তির একটা সীমা আছে। কিন্তু সে কোন্ অপরাধ যার শাস্তি অসীম?এখানে কতিপয় অপরাধের কথা উল্লেখ করা হলঃ

**১। কুফরী ও শির্কঃ**

প্রত্যেক কাফের মুশরিক নাও হতে পারে। তবে প্রত্যেক মুশরিক অবশ্যই কাফের। সুতরাং আমভাবে কুফরী এমন এক অপরাধ, যার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ○ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ○

ওরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার আমাদেরকে জীবিত করেছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলবে কি?' ওদেরকে বলা হবে, তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন এককভাবে আল্লাহকে আহবান করা হত, তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে। আর তার শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং সুউচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।" (মু'মিনঃ ১১-১২)।

**২। কিয়ামত মিথ্যা মনে করার সাথে শরীয়তের আহকাম পালন না করা।**

**৩। ভ্রষ্ট নেতা-বুযুর্গদের অনুসরণ করা।**

**৪। মুনাফিকী, কপটতাঃ**

অপরাধের দিক থেকে কুফরীর চাইতে মুনাফিকী অধিকতর সাংঘাতিক। তাই তার শাস্তিও অধিক।

**৫। অহংকারঃ**

স্বৈরাচারী অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম। এই অহংকারের ফলে মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ঈমান আনতে নাক সিঁটকায়, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করে। অহংকারী জাহান্নামীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
(আরাফঃ ৩৬)

**জাহান্নামীর কর্মাবলী**

এমনিতে প্রত্যেক মহাপাপ ও অতি মহাপাপই জাহান্নামীর কাজ। তবে মহাপাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নচেৎ শাস্তি ভোগাতে পারেন। তবে অতি মহাপাপ অমার্জনীয় অপরাধ। যে যে কাজের জন্য জাহান্নাম যেতে হবে, তার কিছু নিম্নরূপঃ

কুফরী করা, শির্ক করা, বিদআত করা, কপটতা করা, আল্লাহ বা তার রসূলের নামে মিথ্যা বলা, মিথ্যা কথা বলা, হিংসা করা, আমানতে খিয়ানত করা, যুলুম করা, ব্যভিচার করা, ধোকা দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া, আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা, জিহাদ বর্জন করা, কার্পণ্য করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা, বিপদে অধৈর্য হওয়া, গর্ব করা, অহংকার করা, আল্লাহর কোন ফরয ত্যাগ করা, কোন নিষিদ্ধ কর্ম করা, তার সীমা লংঘন করা, আল্লাহর মত অন্য কাউকে ভালবাসা অথবা ভয় করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা রাখা, লোকদেখানি কাজ করা, বাতিলের পক্ষপাতিত্ব করা, আল্লাহ, রসূল (সঃ) বা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, সত্য প্রত্যাখ্যান করা, সত্য গোপন করা, সত্য সাক্ষ্য না দেওয়া, যাদু করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, স্বামীর অবাধ্য হওয়া, অবৈধ প্রাণ হত্যা করা, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, ঘুস খাওয়া, চুরি-ডাকাতি করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা, মিথ্যা কলঙ্ক রটানো, অপবাদ দেওয়া, ইত্যাদি।

মহানবী (সঃ) বলেন, "জাহান্নামবাসী পাঁচ ব্যক্তি; (১) সেই দুর্বল শ্রেণীর ব্যক্তি, যার (পাপ ও অন্যায় থেকে দুরে থাকার মত) জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের অনুগত, যারা পরিবার চায় না, ধন-সম্পদও চায় না। (২) খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে তুচ্ছ কোন জিনিসের লোভে পড়লেই তাতে খিয়ানত করে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যায় তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে ধোকা দেয়। (৪) কৃপণ ব্যক্তি এবং (৫) দুশ্চরিত্র চোয়াড়।" (মুসলিম ৭৩৮৬নং)

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।" আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।" (তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)

**জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা**

জাহান্নামীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি।
নবী (সঃ) বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।" (বুখারী ও মুসলিম)

কুফরী ও শির্ক ছাড়াও এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার আরো অন্য কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে হাদীসে।

একদা নবী (সঃ) (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী? তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" (মুসলিম)।

## জাহান্নামের কতিপয় আযাবের বর্ণনা

জাহান্নামে নানা ধরনের আযাব হবে। কতক প্রকার আযাবের কথা কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, তার কিছু নিম্নরূপঃ

নবী (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তির দুনিয়াতে কোন (প্রাণীর) চিত্র বানিয়েছে। তাকে কিয়ামতের দিনে তাতে রূহ ফুকার জন্য বাধ্য করা হবে আর সে রূহ ফুকতে পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

নবী (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি---সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।)।

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।

রসূল (সঃ) বলেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দুটি চোখ; যার দ্বারা সে দর্শন করবে, দু'টি কান; যার দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যার দ্বারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, 'তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে: প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শিরক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করেছে।"
(আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১২নং)।

যারা যাকাত দেয় না তাদের শাস্তি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ০ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ০

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, (আর বলা হবে,) এ হচ্ছে তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর।) ”তাওবাহঃ ৩৪-৩৫(

নবী (সঃ) বলেন, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু’টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার। এরপর নবী (সঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে।
(আলে ইমরানঃ ১৮০, বুখারী ১৪০৩নং, নাসাঈ)

রসূল (সঃ) বলেন, “কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য দোযখ থেকে একটি শুজা’ নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিব বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে।”
(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)

নবী (সঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে তার জন্য আল্লাহরপ্রতিশ্রুতি আছে যে, তাকে তিনি জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ পান করাবেন।” (মুসলিম ২০০২নং, নাসাঈ)

আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন, মিরাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হল, তখন এমন একদল লোকের পাশ বেয়ে আমি অতিক্রম করলাম যাদের ছিল তামার নখ; যার দ্বারা তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, 'ওরা কারা হে জিবরীল?!' জিবরীল (আঃ) বললেন, ‘ওরা হল সেই লোক; যারা লোকেদের মাংস খায় (গীবত করে) এবং তাদের ইজ্জত লুটে বেড়ায়।”

(আহমদ ৩/২২৪, সহীহ আবু দাউদ ৪০৮২ নং)

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, “তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?” রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তার কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, “গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। তিনি বলেন, আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী? তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কেশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে

যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যেন তিনি বললেন,) আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার করে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা? তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।
সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে। আবার সঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা? তারা বলল, 'চলন, চলুন।
সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোকটি কে? তারাবলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে? এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন।

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, 'এর উপরে চড়ুন। আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরী একটি শহরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, 'যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল, তাদের ঐ কুশ্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, 'এটা জান্নাতে আদন এবং ওটা আপনার বাসস্থান। (তিনি বলেন,) উপরের দিকে আমার দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, ঐটা আপনার বাসগৃহ।' (তিনি বললেন, আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।"

আমি বললাম, আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী? তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে---তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর।

আর ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল। আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফিরিশ্তা); জাহান্নামের দরোগা।

আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম (আঃ) আর তার চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।"

বারক্কানীর বর্ণনায় আছে, "ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (মৃত্যুবরণ করেছে)।" তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি (সেখানে আছে)? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও (সেখানে আছে)।

আর ঐ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (বুখারী)

**জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়**

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় ইসলাম গ্রহণের সাথে ঈমান ও নেক আমল। ফরয পালন, পাপ বর্জন, তাক্বওয়া অর্জন ও দুআ। মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন সে দুআঃ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ০ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংসাত্মক; নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট!' (ফুরক্বানঃ ৬৫-৬৬)

এ ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাঁচার বহু উপায় হাদীসে বলা হয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপঃ

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দুরে রাখবে।

নবী (সঃ) বললেন, "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

“যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।” (মুসলিম)।

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

“যে ব্যক্তি সুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামায আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম)।

“যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পুর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তে যত্নবান হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।” (আবু দাউদ, তিরিমিযী)।

“রোযা (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য) ঢালস্বরূপ।” (বুখারী, মুসলিম)

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (অর্থাৎ, জিহাদকালীন বা প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে) একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন রোযার বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (পরিমাণ পথ) দূরে রাখবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)।

“সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে; যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না গেছে। (অর্থাৎ, দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব।) আর একই বান্দার উপর আল্লাহর পথের ধূলা ও জাহান্নামের পঁয়া একত্র জমা হবে। না।” (তিরমিযী, হাসান সহীহ)

“দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে প্রহরায় রত থাকে।” (তিরমিযী, হাসান)
“জাহান্নামের (আগুন) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, নম্র, সহজ ও সরল।” (তিরমিযী, হাসান সূত্রে)।

“তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে। যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে

কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।" (বুখারী, মুসলিম)।

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন।" (তিরমিযী- হাসান)

"যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (মুসলিম)

# চ.হাক্কুল্লাহ ও হুক্কুল ইবাদ

**হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক :** হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক হ'ল এমন হক যা কেবল আল্লাহর  সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হ'ল 'আল্লাহর হক'। মহান আল্লাহ প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-কে নিজ হাতে (ছোয়াদ ৩৮/৭৫), সুন্দর আকৃতিতে (ত্বীন ৯৫/৪) সৃষ্টি করেছেন। আর আদম সন্তানের ভ্রূণ মায়ের পেটে ১২০ দিন হওয়ার পর তাতে রূহ দেন। তারপর মায়ের গর্ভের সুরক্ষিত স্থানে তিলে তিলে তাকে বড় করেন (মুমিনূন ২৩/১৩)। জ্ঞানহীন অবস্থায় তাকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করেন (নাহল ১৬/৭৮) এবং দুনিয়াতে চলার জন্য সামান্য জ্ঞান দান করে (ইসরা ১৭/৮৫)। অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের দু'টি রাস্তা দেখিয়ে দেন (দাহর ৭৬/৩)। যিনি এত কিছু করলেন তিনিই তো বান্দার ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার।

শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) আল্লাহর হক সম্পর্কে বলেন,

'আল্লাহ তা'আলার অধিকার' এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড় অধিকার। কেননা এটি মহান সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তা'আলার অধিকার। এ অধিকার হ'ল সুমহান বাদশার সুস্পষ্ট অধিকার, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, যিনি আকাশ ও পৃথিবী স্থাপন করেছেন। তিনিই স্বীয় পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার দ্বারা সবকিছু সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন'

মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানি, বস্ত্রসহ (বাক্বারাহ ২/২২) বহু নিয়ামত দিয়েছেন, যা গনণা করা সম্ভব নয় (নাহল ১৬/১৮)। আর আল্লাহর রহমত ব্যতীত কারো জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। তাই তঁার হক আদায় করা আবশ্যক।

শায়েখ উছায়মীন (রহঃ) বলেন,

আল্লাহ যদি চোখের এক পলক পরিমাণ সময় তাঁর অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেন, তবে তুমি তখনই ধ্বংস হয়ে যাবে। তেমনি তিনি যদি তোমার নিকট থেকে এক মুহূর্তও তঁার রহমত বন্ধ রাখেন, তবে তুমি জীবিত থাকতে পারবে না। অতএব তোমার প্রতি যখন আল্লাহর এরূপ অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে, সেকারণ তোমার উপরও আল্লাহর সর্ববৃহৎ অধিকার রয়েছে'

মহান আল্লাহ তাঁর হক সম্পর্কে বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না'

(সুরা নিসা:৩৬)

**হাক্কুল ইবাদ:**হাক্কুল ইবাদ বলতে মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারকে বোঝায়।বান্দার হক বলতে মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী, সমাজের ও দেশের অন্যান্য মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তাকে বোঝায়।

হাক্কুল ইবাদ' জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালোবাসা, সবার সেবা করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা হাক্কুল ইবাদের অন্তর্বুক্ত। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই যে হক, তা হচ্ছে, সালাম বিনিময় করা। পরিবার, সমাজ ও মানবসেবা হলো হাক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক।

হাদিস শরিফে মহানবী (সা.) এরশাদ করেন,

'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অপরের একটি প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে, পরকালে আল্লাহ তার ১০০ প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন এবং বান্দার দুঃখ-দুর্দশায় কেউ সহযোগিতার হাত বাড়ালে আল্লাহ তার প্রতি করুণার দৃষ্টি দেন।'

(মুসলিম : ২৫৬৬)।

হুকুকুল ইবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হুকুকুল ইবাদ পালনের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্যতা ফুটে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে। কেউ কারো দ্বারা কষ্ট পায় না, মানবতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্ব শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে । অপরদিকে হুকুকুল ইবাদ আদায়ে যত্নবান না হলে একজনের দ্বারা অপরজন জুলুমের শিকার হবে। এক্ষেত্রে ক্ষমার একমাত্র উপায় হলো, যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে, তার কাছ থেকে মাফ নেয়া। অন্যথায় কেয়ামতের দিন বড় ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে ।

রাসূল সাঃ বলেন,

"আমার উম্মতের মধ্যে আসল নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামাজ, রোজা ও যাকাতের নেকি নিয়ে হাজির হবে । কিন্তু এর সঙ্গে সে এমন অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারও মাল অবৈধ ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারও রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। (অর্থাৎ সে বান্দার হকসমূহ নষ্ট করেছে।)

অতঃপর অমুক অমুক অত্যাচারিত ব্যক্তিকে তার নেকিগুলো দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকি অন্যদের হক দাবি পূরণ করার আগেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপসমূহ তার উপর চাপানো হবে। অতঃপর অন্যদের পাপের বোঝার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে" ।

(তিরমিজি ২০১৮)

হুকুকুল ইবাদ একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়, যে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এর উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমাদের জন্য এগুলো শিক্ষা করা ও চর্চা করা জরুরি।

**হুকুকুল ইবাদ সম্পর্কিত একটি ব্যাপক অর্থবহ আয়াত:**

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

"এবং আল্লাহর ইবাদত করো ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করো না । আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশীর সঙ্গে বসা (বা দাঁড়ানো ব্যক্তি), পথচারী এবং নিজেদের দাস-দাসীদের প্রতিও সদ্ব্যবহার করো, নিশ্চয় আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'

(সূরা নিসা; আয়াত-৩৬)

আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত আয়াতে সমগ্র নর-নারীদের তাদের নিজেদের প্রতি কিছু গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। আয়াতে বর্ণিত এই দশটি মহান দায়িত্ব মানব জীবনের মুক্তি ও উন্নতির সোপান।

নিজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা ও যে কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক না করা।

**পিতামাতার হক**

পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা। পিতা-মাতার সম্মান অনেক বেশী। সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হকের পরেই পিতা-মাতার হকের কথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতার কর্তব্য হলো সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেওয়া। যাতে তারা পিতা-মাতার হক সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআন এ বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بوالديه احسنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وفصله تَلْقُونَ شَهْرًا حَتَّى إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رب اور عني أن أشكر نعمتك التي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَل وَالدَى وَأَنْ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَصْلِحْ - لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ

(الأحقاف - ١٥)

"আমরা মানুষকে পথনির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সহিত নেক আচরণ করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভ ধারণ, বহন ও দুধ পান ত্যাগ করাতে ত্রিশ মাস সময়

অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে যখন স্বীয় পূর্ণ শক্তি অর্জন করল, পূর্ণ বয়স্ক হল এবং চল্লিশ বৎসরের হয়ে গেল, তখন সে বললঃ হে আমার রব্ব তুমি আমাকে তওফীক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং আমি যেন নেক আমল করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।" (সুরা আহকাফ:১৫)

**নিকটাত্মীয়ের হক**

নিকটতম আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের মধ্য থেকে দরিদ্রদের দান খয়রাত করা। এতে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যাবে । আর তাদের কেউ কোন প্রকার কষ্ট দিলে ধৈর্য ধারণ করা ও মাফ করে দেওয়া উচিত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ - الروم - ٣٨

'এবং নিকট আত্মীয়ের অধিকার আদায় কর।''

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي القربي - النساء - ٣٧

"আর আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না, এ ছাড়া মাতা-পিতার সাথেও উত্তম আচরণ কর, আর উত্তম আচরণ কর নিকট আত্মীয়ের সাথে।"

**এতীমের সাথে উত্তম ব্যবহার করা**

এতীমের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। হযরত সাহল বিন সা'দ রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন,

'জান্নাতের মধ্যে আমি ও এতীমের লালন-পালনকারী এরূপ থাকবো। একথা বলে রাসূল (সাঃ) হাতের শাহাদাত আঙুল ও মধ্যমা আঙুল সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করলেন '(বুখারী হাদীস-৫৩০৪) ।

এতীমের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক কথা এসেছে।

**মিসকিনদের সাথে উত্তম আচরণ**

কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ভাবে মিসকিনদের সাথে নরম ও কোমল আচরণ করতে আদেশ করা হয়েছে । তাদের ধমক দেয়া ও কঠোরতা করা থেকে বারণ করা হয়েছে ।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

"সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না। সওয়ালকারীকে ধমক দিবেন না।" (সূরা আদ-দ্বোহা, আয়াত- ৯-১০)

## প্রতিবেশী হক

প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করা, চাই সে প্রতিবেশী কাছের বা দূরের হোক, আত্মীয় বা অনাত্মীয় হোক, মুসলিম বা অমুসলিম হোক। মোটকথা সকল প্রকার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করা । তাদের হকগুলো যথাযথভাবে পালন করা।

নবিজি (সঃ) বলেন,

'প্রতিবেশীর হক হলো, সে যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তুমি তার সেবা শুশ্রুষা করবে। সে মরে গেলে তার লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে-কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে। সে যদি অর্থাভাবে পড়ে, তাহলে তুমি তাকে ঋণ দেবে। সে যদি নগ্নতা-উলঙ্গতায় পড়ে তাহলে তুমি তার লজ্জা আবৃত করবে। তার যদি কোন কল্যাণ হয়, তাহলে তুমি তাকে মুবারকবাদ দেবে। সে যদি কোন বিপদে পতিত হয়, তাহলে তুমি তার দুঃখের ভাগ নেবে। সহানুভূতি জানাবে, তোমার ঘরকে তার ঘর থেকে উঁচু বানিয়ে তাকে মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত করবে না। তোমার রান্নার পাত্রের বাতাস দিয়েও তাকে কষ্ট দেবে না। যদি তেমন অবস্থা হয়-ই তাহলে তাকে এক চামচ খাবার পাঠিয়ে দেবে।'

## স্ত্রীর উপর স্বামীর হক

স্ত্রীর উপর স্বামীর অনস্বীকার্য অধিকার রয়েছেঃ-

প্রথম অধিকার হল বৈধ কর্মে ও আদেশে স্বামীর আনুগত্য। স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে তার আনুগত্য স্ত্রীর জন্য জরুরী। যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও পতিব্রতা সে নারীর বড় মর্যাদা রয়েছে ইসলামে। প্রিয় নবী (সঃ) বলেন,

'রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।'

(মুসনাদে আহমাদ)

প্রিয় নবী (স:) বলেন, ''স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।''

নবিজি (সঃ) আরও বলেন,

''যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।''(তিরমিজি)

''তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উঠে না; মাথার উপরে যায় না; এমন ইমাম যার ইমামতি (অধিকাংশ) লোকে অপছন্দ করে, বিনা আদেশে যে কারো জানাযা পড়ায়

এবং রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়।(আস সিলসিলাতুল সহিহা ৬৫০)

প্রিয়নবী (স:) বলেন,

"আল্লাহ সেই রমণীর দিকে তাকিয়েও দেখেন না (দেখবেন না) যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ সে স্বামীর মুখাপেক্ষিনী।(নাসাঈ)

উপরের এসব হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি,স্বামীর হক পালন করা স্ত্রীর জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীর সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, তরবিয়ত ও শিক্ষা দেওয়া স্ত্রীর শিরোধার্য কর্তব্য। এর জন্য স্ত্রীকে ধৈর্য, স্থৈর্য, করুণা ও স্নেহের পথ অবলম্বন করা একান্ত উচিৎ। বিশেষ করে স্বামীর সামনে সন্তানের উপর রাগ না ঝাড়া, গালিমন্দ, বদ্দুআ ও মারধর না করা স্ত্রীর আদবের পরিচয়।

**স্বামীর উপর স্ত্রীর হক**

পুরুষের জীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হলো তার স্ত্রী। সুখে-দুঃখে, বিপদে- আপদে, ঘরে-সফরে বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন স্ত্রী সর্বদা নিজেকে স্বামীর সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের পোশাকের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

স্ত্রীগণ তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরা স্ত্রীদের পোশাকস্বরূপ।

(সূরা বাকারা-১৮৭)

অর্থাৎ পোশাক যেমন শরীরের সাথে লেগে থাকে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বদা লেগে থাকার। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্বামীদের প্রেমাস্পদ হিসেবে, স্বামীদের শান্তি অর্জনের জন্য।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম-২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার অনুরূপ আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৮৪৭)

স্বামীর ওপর স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার রয়েছে সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১.সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ও খরচাদি দিতে কোনো প্রকার অবহেলা না করা,২. স্ত্রীকে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা প্রদান করা, ৩ ভালো কাজের প্রতি উদ্ভূত করা, ৪. যাদের সঙ্গে দেখা দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের অনুমতি রয়েছে, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ প্রদান করা,
৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ প্রদান করা, ৬. কোনো প্রকার ভুল বা অসাবধানতা হলে ধৈর্য ধারণ করা, ৭. শাসন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা, ৮. মহর আদায় করা, ৯. ইসলামি শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে স্ত্রীর মন জয় করা, ১০. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা, ১১. নির্যাতন না করা, ইত্যাদি।

**সঙ্গী সহচরের সাথে উত্তম আচরণ করা**

সঙ্গী সহচরের সাথে উত্তম আচরণ করা, সফরের সঙ্গী, উস্তাদ, ছাত্র, সহপাঠী ও স্বামী-স্ত্রী এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, যে সামান্য সময়ের জন্য মসজিদ, ওয়াজ মাহফিল বা গাড়িতে সঙ্গী হয়েছে, সেও এর অন্তর্ভুক্ত। সাথে করে মুসাফিরের সাথেও ভালো ব্যবহার করা

# ছ. আল্লাহর পথে জিহাদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত আছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে এবং নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সফলতা। -(সূরা তাওবা (৯) আয়াত : ১১১)

আরও ইরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে বাস করাবেন, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহা সফলতা।

(-সূরা সাফ্ : ১০-১২)

ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম।

(সূরা তাওব: ২০)

এই সূরারই আরেক জায়গায় মুনাফিকদের বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের অবস্থা তুলে ধরে ইরশাদ হয়েছে-

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

কিন্তু রাসূল এবং যেসকল লোক তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং তারাই কৃতকার্য। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বহমান, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সফলতা। (সূরা তাওবা : ৮৮-৮৯)

## জ: সবর ও ধৈর্য

কিয়ামত দিবসের বিবরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنِّیْ جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

তারা যে সবর করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদেরকে এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারা সফল হয়ে গেল। -(সূরা মুমিনূন :১১১)

ধৈর্যের বিনিময়ে জান্নাতের কথা কুরআন মাজীদের আরও বেশ কয়েকটি আয়াতে এসেছে। মূলত ধৈর্যের বড় একটি প্রকার হল, ইবাদত-বন্দেগী যথাযথভাবে আদায় করার ক্ষেত্রে ধৈর্য। আরেকটি প্রকার হল, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য। ধৈর্যের তৃতীয় প্রকারটি হল বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদে ধৈর্য। মোটকথা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যের গুণটি অপরিহার্য। ধৈর্য সম্পর্কে কুরআন মাজীদের আরেকটি আয়াত এই-

مَا عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দিব। -(সূরা নাহল : ৯৬)

দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা অর্জনের জন্য তাই আমাদের ধৈর্য ধারন করা উচিত।

## ঝ. আল্লাহর কাছে দু'আ করা

দু'আ করা অর্থ আল্লাহকে ডাকা,আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়াকে বোঝায়।
যে কোন ব্যাপারে, যে কোন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া একজন মুমিন মুসলমানের অন্যতম প্রধান একটা কাজ।
মহান আল্লাহ মানুষের জন্য যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। তাই আল্লাহর কাছেই মানুষকে চাইতে হবে। জুতার ফিতার প্রয়োজন হ'লেও রাসূল (সঃ) আল্লাহর কাছে চাইতে বলেছেন। আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশী হন এবং তিনি বান্দার দো'আ বা প্রার্থনা কবুল করেন। তিনি বলেন,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،

'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' (গাফির/মুমিন ৪০/৬০)।
ইসলামে দো'আর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।
নবী করীম (ছাঃ) বলেন,
দো'আই ইবাদত'
জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় ইসলাম গ্রহণের সাথে ঈমান ও নেক আমল। ফরয পালন, পাপ বর্জন, তাক্বওয়া অর্জন ও দুআ। মহান আল্লাহ নিজেই আমাদের দু''আ করা শিক্ষা দিয়েছেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। "(বাক্বারাহঃ ২০১)।

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا o إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًاo

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংসাত্মক; নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট '!

)ফুরক্বানঃ ৬৫-৬৬(

আমাদের আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ করতে হবে জান্নাত লাভের জন্য এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য,কারন দু'আ ই একমাত্র মানুষের তাকদির পরিবর্তন করতে পারে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ-র দরবারে প্রার্থনা- তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে তাঁর যথাযথ তাকওয়া ও ভয় দান করেন, যা আমাদের মাঝে এবং আমাদের গুনাসমূহের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে; আমাদের যেন যথাযথভাবে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দান করেন, যা আমাদের জান্নাত লাভের উসিলা হবে; তিনি যেন আমাদের যাবতীয় গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেন, হালালের মাধ্যমে হারাম থেকে এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তিনি ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে আমাদের অমুখাপেক্ষী করে দেন; আমাদের তাওবা কবুল করেন, আমাদের যাবতীয় অন্যায়-অপরাধকে ধুয়ে-মুছে পাক-সাফ করে দেন। তিনি সর্বশ্রোতা, আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণকারী।

# উপসংহার

যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির নিবাস জান্নাত লাভ করবে তারাই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। যারা জান্নাত পাবে আর যারা পাবে না, উভয়ে সমান নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসী সমান হতে পারে না। মূলত জান্নাতবাসীগণই সফল। (সূরা হাশর : ২০)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! উত্তরে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত এবং আপনার কাছে উপস্থিত হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান! নিশ্চয় সকল কল্যাণ আপনার হাতে!

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি (জান্নাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়েছ?

তারা বলবে, কেন সন্তুষ্ট হব না হে আমাদের রব! আপনি তো আমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা আপনার অন্য কোনো মাখলুককে দেননি।

আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিব না?

তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কী আছে হে আমাদের রব!

আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ঘোষণা করলাম। এরপর আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। (-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫১৮)

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই মহা সফলতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন), যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সফলতা।

-(সূরা তাওবা : ৭২)

এই হল কুরআন মাজীদে বর্ণিত সফলতা ও সফলতা লাভকারীদের গুণ-পরিচয়। এইসব গুণ ও সফলতা প্রত্যেক ঈমানদারেরই একান্ত আরাধ্য এবং সর্বোচ্চ কাঙ্খিত বিষয়। এই

সফলতার মূল বিষয় হল, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মহাসফলতা দান করুন। এই সফলতার জন্য জীবন-প্রাণ বিলিয়ে মেহনত করার তাওফীক নসীব করুন- আমীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُتي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## রেফারেন্স

যেসকল বই এবং রিসোর্চ থেকে অনুপ্রাণিত এবং সহযোগিতা নিয়ে প্রবন্ধটি লিখেছি তা নিম্নরুপ:

১.মাসিক আল কাউছার,

২.মাসিক আত তাহরীক,

৩.তাকওয়াহ মুমিনের সম্বল- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ),

৪.তাওবাতান নাসূহা খাঁটি তাওবা-ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী,

৫.ইস্তিগফার- ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ,

৬.জান্নাত ও জাহান্নাম- আব্দুল হামিদ মাদানী,

৭.আল্লাহর হক বান্দার হক-মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম,

৮.বান্দার হক- খন্দকার আব্দুল খায়ের,

৯.হুক্কুল ইবাদ:একটি অবহেলিত মোলিক ইবাদত- জামিয়া রহমানিয়া রাজশাহী,

১০.আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য -আব্দুল হামিদ ফাইজী।

আল্লাহ উক্ত সকল লেখকগনকে জাযা এ খায়ের দান করুন,আমিন।